অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : জাকারিয়া

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনস্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : জাকারিয়া

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

নবী জাকারিয়া ছিলেন একজন ইমাম। তিনি ছিলেন বেরিখিয়ের পুত্র এবং ইদ্দোর নাতি। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ইমাম বংশের সদস্য, যারা ৫৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সরুব্বাবিলেন সঙ্গে ব্যাবিলন থেকে ফিরে এসেছিলেন (নহিমিয়া ১২:৪)। হগয়ের ভবিষ্যদ্বাণী বলার কাজ শুরু করার অল্পকাল পরেই ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জাকারিয়া তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বলার কাজ শুরু করেন এবং হগয় ও জাকারিয়া ১-৮ অধ্যায়ের মধ্যে অনেক বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। উভয়ে তাদের ভবিষ্যদ্বাণীর সময়ের জন্য একই ধারা অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এবাদতখানার পুনর্নির্মাণের আবশ্যকতা সম্পর্কে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা একত্রে এই আশ্বাস প্রদান করেন যে, আল্লাহ্ তাঁর লোকদেরকে তাদের বিশ্বস্ততার জন্য দোয়া করবেন। জাকারিয়া ৯-১৪ অধ্যায় ভিন্ন পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে এবং পূর্বের অধ্যায়ের বিষয়বস্তু থেকেও ভিন্ন এবং পরবর্তী মালাখি কিতাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এই কারণে কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তি দাবী করেছেন যে, এই কিতাব ভিন্ন সময়ে ভিন্ন লেখক কর্তৃক লিখিত হয়েছে। কিন্তু এই কিতাবে যে সকল প্রমাণ ও সাক্ষ্য রয়েছে তাতে সুদৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, স্বয়ং জাকারিয়া এই সব অধ্যায় লিখেছেন, বিশেষ করে শেষের অধ্যায়গুলো। সম্ভবত এই কিতাবটি লেখা হয় খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে, যখন আল্লাহ্‌র লোকদের সমাজের মধ্যে ভিন্ন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছিল।

বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য এবং উপলক্ষ্য

কাইরাসের (৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) রাজত্বের সময়ে বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার পর প্রায় ২০ বছর অতিবাহিত হলে পর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে একগুঁয়ে লোকদের হতাশায় তাদের সেই আগেকার গভীর আগ্রহ স্থান করে নিয়েছিল। ৫৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রথম পর্যায়ে বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার পরেই এবাদতখানার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বাধার ফলে এবাদতখানার পুনর্নির্মাণের কাজ আর এগিয়ে পেতে পারে নি। যদিও পারস্যের বৈদেশিক নীতি স্থানীয় ঐতিহ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল, পূর্ববর্তী শাসকদের আচরণ ছিল বৈষম্যমূলক, ব্যাবিলনীয়দের (৫৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্ববর্তী) জীবন এহুদার অঞ্চলগুলোতে খুব কষ্টকর ছিল (এই সময়টিকে প্রায়ই ইয়েহুদ নামে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ সময় জনগণের উপরে আরোপিত করের পরিমাণ ছিল খুব বেশি। বিশেষ করে পারস্যের বাদশাহ্‌র মত দারিয়ুস হাইসটাসপেস মিসরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিয়েছিল। এখানে ঘটনার অবস্থার পরিবর্তনের সামান্যতম প্রমাণ রয়েছে, যা পূর্ববর্তী নবীরা পূর্ব থেকে অনুমান করতে পেরেছিলেন, হয় বাহ্যিকভাবে ইহুদী সার্বভৌম রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অথবা তাঁর লোকদের আভ্যন্তরীণ নৈতিক সংস্কার সাধন। বিশেষত জেরুশালেম শহর ঐ সময় আংশিকভাবে পুনর্নির্মিত হয়েছিল এবং দুনিয়ার কাছে গুরুত্ব কিছুটা হারিয়েছিল। এই অবস্থায় লোকদের এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়েছিল যে, "তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দিন" (৪:১০) যার মধ্যে আল্লাহ্ তাঁর লোকদের কাছ থেকে অনুপস্থিত ছিলেন, সে সময় তারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে না কি নিজেদের মত করে জীবন যাপন করবে।

জাকারিয়া এই রকম হতাশা তাঁর শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দেবার মধ্য দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, যদিও গুপ্ত রয়েছে, তথাপি আল্লাহ্‌র দূত সব কিছু অবলোকন করছেন এবং যখন উপযুক্ত সময় হবে তখন তিনি দুনিয়াকে পুনরায় কাজ করার জন্য আদেশ দেবেন (১:৮-১১)। তাদের পূর্বপুরুষেরা এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ্‌র লোকেরা যদি তাঁর নবীদের কথায় মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের বিচার করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ অবশ্যই বিশ্বস্ত থাকবেন (১:৪-৬)। যদি লোকেরা নবীদের কথায় মনোযোগ দেয় এবং মাবুদের কাছে ফিরে আসে তাহলে মাবুদও যে তাদের দিকে ফিরে আসবেন তা তারা উপলব্ধি করেছিল। যারা তাঁর দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের উপর আরও দুর্দশা নিয়ে আসে তিনি তাদের উপর দুর্দশা নিয়ে আসবেন এবং তিনি জেরুশালেমকে পুনরায় দুনিয়ার কেন্দ্র করে তুলবেন। তিনি জেরুশালেম নগরীকে সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য বিশেষ তীর্থ স্থান করে তুলবেন (১:১৪-১৭)। এবাদতখানা পুনর্নির্মিত হওয়ার পর ইমামেরা আল্লাহ্‌র লোকদের প্রতি তাঁর কৃত অঙ্গীকার স্বরূপ এবাদতখানার পরিচর্যা কাজ করবেন। দেশ থেকে তাদের সমস্ত গুনাহ্ সম্পূর্ণরূপে দূর করার মাধ্যমে তাঁর কৃত অঙ্গীকারের বাস্তবতা প্রকাশ পাবে (৩:৮-১০)। বাদশাহ্ দাউদের বংশধর যখন আসবেন তখন এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে (৩:৮)। মাবুদ পুনর্বার তাদের মধ্যে বাস করার কারণে দেশের সকল অধিবাসীদের জন্য বয়ে আসবে শান্তি, একতা এবং সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি।

জাকারিয়ার পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে দেখা যায় যে, বাদশাহ্ দাউদের বংশের এই বাদশাহ্‌র আগমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিহীন হবে না। একজন নতুন বাদশাহ্ জেরুশালেমে আসবেন। তিনি আগের বাদশাহ্‌দের মত হবেন না, কিন্তু তিনি হবেন ধার্মিক এবং নম্র, যিনি নাজাত আনয়ন করবেন (৯:৯-১১)। যে সমস্ত মেষপালক মেষপালের ক্ষতি সাধন করে আর নিজেদের লালন পালন ও তুষ্ট করে তাদের সঙ্গে সেই সমস্ত মেষপালকদের

বৈপরীত্য রয়েছে। মেষপালকেরা মেষ পালের তত্ত্বাবধান করে এবং তাদের জন্য সব কিছু বন্দোবস্ত করে (৯:১৬)। তিনি তাদের সমস্ত নাপাকীতা ধুয়ে দেবেন (১৩:১)। তথাপি মেষপাল তাদের এই উত্তম মেষপালককে অগ্রাহ্য করবে এবং মাবুদের নিজের তলোয়ার তাদের বিরুদ্ধে উঠবে (১১:৪-১৬; ১৩:৭)। পালের মেষেরা ছড়িয়ে পড়বে এবং পরীক্ষা ও প্রলোভনের সময় তারা তাদের অত্যাচারীদের কাছ থেকে চলে যাবে। কিন্তু এর পরেও আল্লাহ্ তাঁর মেষ পালকে উদ্ধার করবেন এবং তাঁর নিজ নগরীকে অবমুক্ত করবেন। চূড়ান্ত শাস্তি সব জাতির উপরে নেমে আসবে, যা আল্লাহ্র লোকদের আঘাত করবে এবং চূড়ান্ত ফলাফল হবে জেরুশালেমের পরিপূর্ণ পবিত্রতা। আল্লাহ্র মনোনীত নগর হিসেবে জেরুশালেম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, যে নগরে সমস্ত জাতিগণ তীর্থযাত্রা করে আসবে (অধ্যায় ১৪)।

জাকারিয়া কিতাবটি ইঞ্জিল শরীফের উদ্ধৃতির জন্য একটি বড় ভাণ্ডার। এর লেখক মসীহের আগমন সম্পর্কে বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী এতে সন্নিবেশিত করেছেন। সুস্পষ্ট উদাহরণভ দেখতে পাওয়া যায় জাকারিয়া ৮:১৬ (ইফি ৪:২৫ আয়াতে), জাকারিয়া ৯:৯ (মথি ২১:৫ আয়াতে ও ইউহোন্না ১২:১৫ আয়াতে), জাকারিয়া ১১:১২-১৩ (মথি ২৭:৯-১০ আয়াতে), জাকারিয়া ১২:১০ (ইউহোন্না ১৯:৩৭ আয়াতে), জাকারিয়া ১৩:৭ (মথি ২৬:৩১ আয়াতে ও মার্ক ১৪:২৭ আয়াতে)। তাছাড়াও পরোক্ষভাবে অনেক উল্লেখ রয়েছে যা সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা খুব কঠিন। তথাপি একটি সামগ্রিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী জাকারিয়া কিতাবের ৫৪টি অংশ থেকে ইঞ্জিল শরীফের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৬৭ বার উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এই কিতাবের সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃতি দেখা যায় প্রকাশিত কালাম কিতাবে।

প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ

- মন পরিবর্তন করার এবং মাবুদের কাছে ফিরে আসার আবশ্যকতা (১:১-৬)।
- মাবুদের সেবা করার জন্য আন্তরিকতার আবশ্যকতা (৭ অধ্যায়)।
- তাঁর লোকদের অবস্থার জন্য আল্লাহ্র উদ্বিগ্নতা এবং তত্ত্বাবধান (১:৮-১৭; ৪:১৪)।
- জেরুশালেমের ভবিষ্যৎ প্রসার এবং দোয়া (২:৪,১২; ৮:১-৮; ১৪:১৬)।
- সম্পূর্ণভাবে এবং স্থায়ীভাবে লোকদের গুনাহ্র অপসারণ (৩ অধ্যায়; ৫ অধ্যায়)।
- দেশ থেকে ভণ্ড নবী এবং পৌত্তলিকতা দূর করা (১৩:২-৬)।
- আল্লাহ্র দোয়ার উৎস স্বরূপ বায়তুল মোকাদ্দসকে কেন্দ্রবিন্দু করা (৪ অধ্যায়)।
- জাতিগণের প্রতি মাবুদের ক্রোধ নেমে আসবে, বিশেষ করে যারা এহুদা ও জেরুশালেমকে ছিন্নভিন্ন করেছিল (১:১৮-২১; ১৪:৩-৫)।
- ইসরাইলের শত্রুদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে আল্লাহ্র যোদ্ধার আগমন (৯:১-৮)।
- তরুশাখার আগমন: দাউদের বংশের একজন বাদশাহ্, যিনি তাঁর লোকদেরকে উদ্ধার করবেন, তাদের গুনাহ্ ধৌত করবেন এবং শান্তি স্থাপন করবেন (৩:৮; ৬:৯-১৫; ৯:৯-১০)।
- আল্লাহ্র রূহ্ সেচিত হবে, মানুষ অনুতপ্ত হবে এবং গুনাহ্ ও নাপাকীতা ধোয়ার জন্য একটি ফোয়ারা খোলা হবে (১২:১০−১৩:১)।
- আল্লাহ্ লোকদের অযোগ্য মেষপালকদের শাস্তি দেবেন এবং তাদের স্থানে আসবেন একজন উত্তম মেষপালক (১১:১-১৭)।
- উত্তম মেষপালককে আঘাত করা হবে এবং মেষপাল চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে (১৩:৭-৯)।
- সমস্ত জাতির উপর আল্লাহ্র শেষ তূরী ধ্বনি বাজবে (১৪ অধ্যায়)।

নাজাতের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

বন্দীদশার ভয়াবহ অবস্থার পর আল্লাহ্ তাঁর মূল্যবান সন্তান হিসেবে এহুদার মানুষের প্রতি তাঁর ওয়াদার নবায়ন করলেন। তারা আরও অনেক বেশি কষ্ট ভোগ করবে, কিন্তু শেষে অত্যাচারী অ-ইহুদীদের তিনি শাস্তি দেবেন এবং ওহুদা থেকে মসীহ্ জন্ম নেবেন। এই মসীহ্ সারা দুনিয়ার উপরে রাজত্ব করবেন এবং সত্য আল্লাহ্র এবাদত করার জন্য চালিত করবেন। ("নাজাতের ইতিহাস" এর ব্যাখ্যা জানতে হলে কিতাবুল মোকাদ্দসের পর্যালোচনা দেখুন। সেই সাথে দেখুন পুরাতন নিয়মের নাজাতের ইতিহাস: মসীহের জন্য পথ প্রস্তুতকরণ।)

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

জাকারিয়া কিতাবের ধরন হল আগাম বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী। যদিও কিতাবে অর্ধাংশ কিছু বিচারের গতানুগতিক দৈববাণী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কিন্তু প্রথমার্ধের উপস্থাপিত মাধ্যম হল দর্শন, যা আল্লাহ্ কী করবেন সেই পরিকল্পনা প্রতীকী রূপে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিতাবের এই অংশ ইঞ্জিল শরীফের সঙ্গে অনেক বেশি তুলনীয় হওয়া আবশ্যক। উপমা এবং প্রতীক প্রথমে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে কল্পনা শক্তি সক্রিয় হয় এবং অনুসন্ধানের দ্বারা ঐ সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতীক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। নাজাতের দর্শন এবং দৈববাণী দণ্ডের উপমার উপরে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। জাকারিয়া ১-৬ অধ্যায়ে দোভাষী ফেরেশতা দলের হৃদয়গ্রাহী পরলৌকিক দর্শনের মাধ্যমে পরবর্তী প্রত্যাদেশ মূলক সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রদূত গঠিত হয়েছে।

অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত কিতাবের মত জাকারিয়া কিতাব হল স্বতন্ত্র সংগ্রহের সমষ্টি। এর ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নের চিত্রের আকার ও গঠন মিল রেখেছে যা পরস্পর দ্রুত ও আংশিক অসংলগ্নভাবে অনুগমন করেছে। এতে ঘটনার ধারাবাহিকতা খুব কমই দৃশ্যমান হয়েছে। নয়টি দর্শন উন্মুক্ত এই কিতাবকে দৃশ্যমান ঘটনার সমারোহে ধারাবাহিকভাবে সংগঠিত করেছে। দৈববাণীগুলো

কিতাবের দ্বিতীয় অংশে যুক্ত হয়ে এই দুই আয়োজনকে সমানভাবে দৃশ্যমান করে তুলেছে। অবশ্য এই বিষয়গুলো তাঁর লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহের প্রসঙ্গ দ্বারা একীভূত হয়েছে।

জাকারিয়া কিতাবের সমসাময়িক মধ্য প্রাচ্য
৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ
ব্যাবিলন থেকে ফিরে আসার অল্প কিছু দিন পরেই জাকারিয়া এহুদার লোকদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কয়েক বছর পূর্বে ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মহান কাইরাস যখন পারস্য ও মাদীয় সাম্রাজ্য তাঁর শাসনের অধীনে এনেছিলেন, তখন তিনি অধিকৃত ব্যাবিলন এবং তার সমস্ত রাজ্য তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এর এক বছর পর তিনি এহুদার লোকদেরকে তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে আসার এবং এবাদত গৃহ পুনর্নির্মাণ করার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি এবং তাঁর পুত্র ক্যামবিসেস মিসর এবং লিডিয়া থেকে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করে পারস্যের সাম্রাজ্য বর্ধিত করার কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন।

জাকারিয়া কিতাবের সমসাময়িক প্যালেস্টাইন
৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ
জাকারিয়ার সমসাময়িক ইসরাইল এবং এহুদা দেশের সীমানা, যা পরবর্তীকালে প্যালেস্টাইন নাম ধারণ করে। পারস্যের অধীনে এসে এটি একটি ছোট্ট প্রদেশে পরিণত হয়, যেখানে এহুদার বন্দীদশায় নীত লোকেরা ব্যাবিলন থেকে ফিরে এসে বসবাস করেছিল। পরবর্তীতে এই স্থানের নামকরণ করা হয় এহুদিয়া এবং এটি এহুদা রাজ্যের এক সময়কার অধিভুক্ত অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র অংশ বেষ্টন করে রেখেছিল। ইদোমীয়রা তাদের ঐতিহ্যগত মাতৃভূমি, মোয়াবের ঠিক দক্ষিণে বর্তমানের এহুদিয়া অঞ্চলের মধ্য থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে এসে বসবাস করতে শুরু করে এবং বর্তমানে এই দেশটিরা নাম হল ইদোমিয়া। এক সময় ইসরাইলের উত্তর রাজ্যের অধিভুক্ত রাজ্যটি পরবর্তীতে বিভিন্ন ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়, এর মধ্যে সামেরিয়াও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রধান আয়াত: "সিয়োন-কন্যা অতিশয় উল্লাস কর; হে জেরুশালেম-কন্যা, জয়ধ্বনি কর। দেখ, তোমার বাদশাহ্‌ তোমার কাছে আসছেন; তিনি ধর্মময় ও তাঁর কাছে উদ্ধার আছে, তিনি নম্র ও গাধার উপর উপবিষ্ট, গাধার বাচ্চার উপর উপবিষ্ট। আর আমি আফরাহীম থেকে রথ ও জেরুশালেম থেকে ঘোড়া মুছে ফেলব, আর যুদ্ধ-ধনু উচ্ছিন্ন হবে; এবং তিনি জাতিদের কাছে শান্তির কথা বলবেন; আর তাঁর কর্তৃত্ব এক সমুদ্র থেকে অপর সমুদ্র পর্যন্ত ও নদী থেকে দুনিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হবে" (৯:৯, ১০)।

প্রধান প্রধান লোক: সরুব্বাবিল, ইউসা

প্রধান প্রধান স্থান: জেরুশালেম

কিতাবটির রূপরেখা:
১) তওবা করবার জন্য উপদেশ (১:১-৬ আয়াত)
২) আটটি দর্শন (১:৭–৬:৮ আয়াত)
৩) মহা-ইমাম হিসাবে ইউসাকে মুকুট পরিয়ে দেওয়া (৬:৯-১৫ আয়াত)
৪) রোজা চালিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে বেথেলের ইহুদীদের প্রশ্ন (৭ ও ৮ অধ্যায়)
৫) প্রভু মসীহের প্রথম আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী (৯–১১ অধ্যায়)
৬) প্রভু মসীহের দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী (১২–১৪ অধ্যায়)

হযরত জাকারিয়া

হযরত জাকারিয়া প্রায় ৫২০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বন্দিত্ব থেকে ফেরার পর এহুদাতে নবী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সেই সময়কার অবস্থা	এবাদতখানা পুনঃনির্মাণের জন্য ইহুদীরা নির্বাসন থেকে ফিরেছিল। কিন্তু এবাদতখানার কাজ থেমে গিয়েছিল এবং লোকেরা আল্লাহ্‌র কাজ না করে এড়িয়ে চলছিল।
মূল বার্তা	নবী হগয়ের মত নবী জাকারিয়াও এবাদতখানা পুনঃনির্মাণের জন্য লোকদের উৎসাহ দিয়েছিল। তাঁর দর্শন লোকদেরকে আশা যুগিয়েছিল। তিনি লোকদের বলেছিলেন যে ভবিষ্যতে একদিন এক বাদশাহ্‌ অনন্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করবেন।
বার্তার গুরুত্ব	অনুৎসাহ এবং হতাশার সময়েও আল্লাহ্‌ তাঁর পরিকল্পনার ছক করেন। আল্লাহ্‌ আমাদের নিরাপত্তা দেন এবং পরিচালনা করেন; আমাদের অবশ্যই তাঁকে বিশ্বাস এবং অনুসরণ করতে হবে।
সমসাময়িক নবীগণ	হগয় (প্রায় ৫২০ খ্রীঃপূঃ)

বনি-ইসরাইলকে অনুতাপ করার আহ্বান

১ ১ দারিয়ুসের দ্বিতীয় বছরের অষ্টম মাসে
মাবুদের এই কালাম ইদ্দোর পৌত্র
বেরিখিয়ের পুত্র জাকারিয়া নবীর কাছে উপস্থিত
হল। ২ মাবুদ তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি
ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। ৩ অতএব তুমি এই
লোকদেরকে বল, বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা
বলেন; তোমরা আমার প্রতি ফের, এই কথা
বাহিনীগণের মাবুদ বলেন, আমিও তোমাদের
প্রতি ফিরব, এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন।
৪ তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের মত হয়ো না,
তাদেরকে পূর্বকালীন নবীরা উচ্চৈঃস্বরে বলতো,
বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা নিজ
নিজ কুপথ ও নিজ নিজ কুকর্ম থেকে ফিরে
এসো; কিন্তু তারা শুনত না, আমার কথায় কান
দিত না, মাবুদ এই কথা বলেন। ৫ তোমাদের
পূর্বপুরুষেরা কোথায়? এবং নবীরা কি চিরকাল
বেঁচে থাকে? ৬ কিন্তু আমি আমার গোলাম
নবীদেরকে যা যা হুকুম করেছিলাম, আমার
সেসব কালাম ও বিধি কি তোমাদের
পূর্বপুরুষদের নিকট পৌঁছায় নি? তখন তারা
ফিরে এসে বললো, বাহিনীগণের মাবুদ আমাদের
আচার ও কাজ অনুসারে আমাদের প্রতি যেমন
ব্যবহার করতে মনস্থ করেছিলেন, আমাদের
প্রতি তেমনি ব্যবহার করেছেন।

প্রথম দর্শন:
ঘোড়ায় আরোহী এক জন পুরুষ

৭ দারিয়ুসের দ্বিতীয় বছরের একাদশ মাসের
অর্থাৎ শবাট মাসের, চব্বিশতম দিনে মাবুদের
কালাম ইদ্দোর পৌত্র বেরিখিয়ের পুত্র নবী
জাকারিয়ার কাছে নাজেল হল। ৮ তিনি বললেন,
আমি রাতের বেলায় দর্শন পেলাম, আর দেখ,
লাল রংয়ের ঘোড়ায় আরোহী এক জন পুরুষ,
তিনি নিম্নভূমিস্থ গুলমেদি গাছগুলোর মধ্যে
দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁর পেছন লাল রংয়ের,
মেটে ও সাদা রংয়ের কয়েকটি ঘোড়া ছিল।
৯ তখন আমি বললাম, হে আমার প্রভু, এরা
কে? তাতে আমার সঙ্গে আলাপকারী ফেরেশতা
আমাকে বললেন, এরা কে, তা আমি তোমাকে
জানাবো। ১০ আর যে পুরুষ গুলমেদি গাছগুলোর
মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি বললেন, মাবুদ
এদেরকে দুনিয়াতে ইতস্তত ভ্রমণ করতে
পাঠিয়েছেন। ১১ তখন তারা জবাবে, যিনি
গুলমেদি গাছগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন,
মাবুদের সেই ফেরেশতাকে বললো, আমরা
দুনিয়াতে ইতস্তত ভ্রমণ করেছি, আর দেখ, সমস্ত

[১:১] উজা ৪:২৪; ৬:১৫; মথি ২৩:৩৫; লূক ১১:৫১।
[১:২] ২খান্দান ৩৬:১৬।
[১:৩] আইউ ২২:২৩।
[১:৪] ২খান্দান ৩৬:১৫।
[১:৬] ইশা ৪৪:২৬।
[১:৮] প্রকা ৬:৪।
[১:৯] জাকা ৪:১, ৪-৫; ৫:৫।
[১:১০] জাকা ৬:৫-৮।
[১:১১] পয়দা ১৬:৭।

১:১ দ্বিতীয় বছরের অষ্টম মাসে। অক্টোবর - নভেম্বর ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। নবী হগয়ও বাদশাহ্ দারিয়ুসের শাসনামলের দ্বিতীয় বছরে তাঁর পরিচর্যা কাজ শুরু করেছিলেন (দেখুন ভূমিকা: সময়কাল), এবং সময়টি ছিল ষষ্ঠ মাসের প্রথম দিন, অর্থাৎ ২৯শে আগষ্ট ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (হগয় ১:১)। *মাবুদের এই কালাম।* একটি বিশেষ শব্দগুচ্ছ যার মধ্য দিয়ে নবীয়তী কালাম বা ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশের বিষয়ে বলা হয় (দেখুন আয়াত ৭; ৯:১; ১২:১; আরও দেখুন ৪:৮; হোসিয়া ১:১ আয়াত ও নোট)। *নবী।* যাকে আল্লাহ্ কর্তৃক আহ্বান জানানো হয় তাঁর প্রতিনিধি হয়ে কথা বলার জন্য (হিজ ৭:১-২ আয়াত ও নোট দেখুন)। *ইদ্দো।* দেখুন আয়াত ৭; উযা ৫:১; ৬:১৪; নহি ১২:৪, ১৬; আরও দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা ও ঐক্য।

১:২ তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। মাবুদ খুব বেশি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কারণ ইহুদীদের বন্দীদশার পূর্ববর্তী পূর্বপুরুষেরা শরীয়তের নিয়ম ভঙ্গ করেছিল, যার ফলে ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জেরুশালেম নগরী ও বায়তুল মোকাদ্দসের উপরে ধ্বংস নেমে এসেছিল এবং এর পরই ব্যাবিলনে বন্দীদশায় যেতে হয়েছিল (২ খান্দান ৩৬:১৫-২১ আয়াত দেখুন)।

১:৩ বাহিনীগণের মাবুদ। ১ শামু ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমরা আমার প্রতি ফের ... আমিও তোমাদের প্রতি ফিরব।* তুলনা করুন ৭:১৩; ৮:৩; মালাখি ৩:৭ আয়াত। যদি জাকারিয়ার সময়কার লোকেরা তাদের জীবন যাপন পরিবর্তন করে এবং তাদের পূর্বপুরুষদের বিপরীত দিকে চলতে শুরু করে (আয়াত ৪), তাহলে মাবুদ আল্লাহ্ও তাদের দিকে ফিরবেন এবং তাদের কাছ থেকে যে দোয়া তুলে নিয়েছিলেন তা আবারও দান করবেন।

১:৪ পূর্বকালীন নবীরা। যেমন নবী ইশাইয়া (ইশা ৪৫:২২ আয়াত ও নোট দেখুন), নবী ইয়ারমিয়া (ইয়ার ১৮:১১ আয়াত ও নোট দেখুন) এবং নবী ইহিস্কেল (ইহি ৩৩:১১ আয়াত ও নোট দেখুন)। এর সাথে দেখুন আয়াত ৭:৭, ১২; ইয়ার ২৫:৪-৫; ৩৫:১৫ আয়াত।

১:৫ নবীরা কি চিরকাল বেঁচে থাকে? না, কিন্তু আল্লাহ্র কালাম চিরকাল টিকে থাকে এবং তা নিরূপিত সময়ে পরিপূর্ণতা লাভ করবে (আয়াত ৬)।

১:৬ আমার সেসব কালাম ... পৌঁছায় নি? তুলনা করুন ইশা ৪০:৬-৮; ৫৫:১০-১১ আয়াত। *আমার গোলাম নবীদেরকে।* দেখুন ২ বাদশাহ্ ৯:৭; ১৭:১৩, ২৩; ২১:১০; ২৪:২; উযা ৯:১১; ইয়ার ৭:২৫ আয়াত ও নোট; ২৫:৪; উযা ৩৮:১৭; দানি ৯:৬, ১০; আমোস ৩:৭ আয়াত ও নোট।

১:৭-১৭ প্রথম দর্শন। যদিও আল্লাহ্র নিয়মের অধীন লোকেরা যত সমস্যাগ্রস্ত হয় অন্যান্য অত্যাচারী জাতিরা তত বেশি স্বাচ্ছন্দে থাকে, তথাপি তাতে আল্লাহ্র ক্রোধান্বিত হন (হিজ ২০:৫ আয়াতের নোট দেখুন) এবং তিনি চান যেন তাঁর লোকেরা ও তাঁর বায়তুল মোকাদ্দস আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসে।

১:৭ শবাট মাসের, চব্বিশতম দিনে। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ৫১৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, যা ১ আয়াতের ঘটনার প্রায় ৩ মাস পরের কথা।

১:৮ রাতের বেলায়। নবী জাকারিয়া আটটি দর্শনই এক রাতের মধ্যে পেয়েছিলেন। *দর্শন।* কোন স্বপ্ন নয় (দেখুন আয়াত ৪:১; এর সাথে মেসাল ২৯:১৮; ইশা ১:১; ওবদিয়া ১ আয়াত ও নোট দেখুন)। নবী জাকারিয়া যখন সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন সে সময় তাঁর কাছে দর্শন দেওয়া হয়েছিল। *ঘোড়ায় আরোহী এক জন পুরুষ।* পরবর্তীতে তাকে মাবুদ আল্লাহ্র ফেরেশতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আয়াত ৮, ১১ ও নোট দেখুন।

১:১১ মাবুদের ফেরেশতা। দেখুন আয়াত ৩:১; এর সাথে পয়দা ১৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *সুস্থির।* তুলনা করুন ৬:৮

হযরত জাকারিয়ার দর্শনসমূহ

দর্শন	রেফারেন্স	গুরুত্ব
জাকারিয়া দেখলেন আল্লাহ্ কাছে সংবাদবাহকেরা রিপোর্ট করছেন যে, এহুদার চারপাশের যে সকল জাতিরা এহুদাকে নিপিড়ন করেছে তারা অসতর্কভাবে এবং গুনাহের মধ্য দিয়ে আরামে বাস করছে।	১:৭-১৭	ইসরাইল জিজ্ঞাসা করছিল, “কেন আল্লাহ্ দুষ্টকে শাস্তি দিচ্ছেন না?” দুষ্ট জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে, কিন্তু চিরকাল নয়। আল্লাহ্ তাদের উপর তাদের প্রাপ্য বিচার নিয়ে আসবেন।
জাকারিয়া দেখলেন চারটি শিং, যা চারটি বিশ্ব শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, যা এহুদা এবং ইসরাইলদের নিপিড়ন এবং বিক্ষিপ্ত করেছে। তারপর তিনি চারজন কারিগরকে দেখলেন যারা সেই শিংগুলোকে ফেলে দেবেন।	১:১৮-২১	আল্লাহ্ যা প্রতিজ্ঞা করেছেন তা তিনি করবেন। দুষ্ট জাতিদের দিয়ে তাঁর লোকদের শাস্তির দেবার মধ্য দিয়ে তাঁর ইচ্ছা পালন করার পর, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের গুনাহের জন্য সেই জাতিগুলোকে ধ্বংস করবেন।
জাকারিয়া দেখলেন একজন লোক জেরুশালেম শহরকে মাপছেন। এই শহরটিতে লোকে পরিপূর্ণ থাকবে এবং শহরের চারপাশে আল্লাহ্ নিজেই দেয়াল হবেন।	২:১-১৩	আল্লাহ্র ভবিষ্যত রাজ্যে শহর পুনরুদ্ধার করা হবে। আল্লাহ্ তাঁর লোকদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেন।
জাকারিয়া আল্লাহ্র সামনে মহা-ইমাম ইউসাকে দেখলেন। ইউসার নোংরা জামাটি খুলে নিয়ে তাঁকে একটি পরিষ্কার জামা পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল; তাঁর প্রতি শয়তানে অভিযোগ আল্লাহ্ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।	৩:১-১০	মহা-ইমাম ইউসার কাহিনী চিত্রায়িত করে যে গুনাহের নোংরা বস্ত্র আল্লাহ্র ধার্মিকতার পবিত্র বস্ত্র দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। মসীহ্ আমাদের গুনাহের নোংরা বস্ত্র তুলে নিয়ে আল্লাহ্র ধার্মিকতার পবিত্র বস্ত্র দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেছেন (ইফি ৪:২৪; ১ ইউ দেখুন)।
জাকারিয়া একটি দীপাধার দেখলেন যা অসীম তেলের আধারের মধ্য দিয়ে জ্বলছিল। এই ছবিটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, শুধুমাত্র আল্লাহ্র রূহের মধ্য দিয়ে তারা সাফল্য লাভ করবে, তাদের নিজেদের শক্তি এবং সম্পদ দিয়ে নয়।	৪: ১-১৪	কোন পরিমাপ ছাড়াই আল্লাহ্র রূহকে দেওয়া হয়েছে। মানুষের চেষ্টা কোন পরিবর্তন আনতে পারেনা। আল্লাহ্র কাজ মানুষের শক্তিকে শেষ করা যায় না।
জাকারিয়া একটি উড়ন্ত গুটানো কিতাব দেখলেন, যা আল্লাহ্ অভিশাপের প্রতিনিধিত্ব করে।	৫:১-৪	আল্লাহ্ কালাম এবং রূহের মধ্য দিয়ে সকল মানুষ বিচারিত হবে। এখানে জাতির গুনাহ্ নয়, কিন্তু ব্যক্তিগত গুনাহের উপর ফোকাস করা হয়েছে। আল্লাহ্র অভিশাপ ধ্বংসের প্রতীক, সকল গুনাহের বিচার করে তাদের দূর করা হবে।
জাকারিয়া ঝুড়িতে একজন মহিলার দর্শন দেখলেন। সে জাতির মন্দতার প্রতিনিধত্ব করে। ফেরেশতা মহিলাকে ঝুড়ি ভরে ব্যাবিলনে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল।	৫:৫-১১	লোকদের গুনাহ্ শেষ দর্শনে বিচার করা হয়েছে (৫:১-৪); এখন গুনাহ্কে সমাজ থেকে দূর করা হচ্ছে। জাতিকে এবং মানুষকে পরিষ্কার করতে হলে গুনাহ্কে নির্মুল করতে হবে।
জাকারিয়া চারটি ঘোড়া এবং রথের দর্শন দেখেছিলেন। ঘোড়াগুলো জগতে আল্লাহ্র বিচারের প্রতিনিধিত্ব করে– একটিকে উত্তর থেকে পাঠানো হয়েছিল যেখান থেকে এহুদার বেশিরভাগ শত্রুরা এসেছিল। অন্য ঘোড়াগুলো জগতে টহল দিচ্ছিল, আল্লাহ্র আদেশে বিচার সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তুত।	৬:১-৮	যারা আল্লাহ্র লোকদের নিপীড়ন করে তাদের উপর বিচার নেমে আসবে– এটি আল্লাহ্র সময়মত তাঁর আদেশে আসবে।

দুনিয়া সুস্থির ও শান্তিপূর্ণ।
১২ তখন মাবুদের ফেরেশতা বললেন, হে
বাহিনীগণের মাবুদ, তুমি এই সত্তর বছর যাদের
উপরে ক্রুদ্ধ হয়ে রয়েছ, সেই জেরুশালেম ও
এহুদার নগরগুলোর প্রতি করুণা করতে কতকাল
বিলম্ব করবে? ১৩ তখন যে ফেরেশতা আমার
সঙ্গে আলাপ করছিলেন, মাবুদ তাঁকে জবাবে
নানা মঙ্গলকথা, নানা সান্ত্বনাদায়ক কথা
বললেন। ১৪ আর যে ফেরেশতা আমার সঙ্গে
আলাপ করছিলেন, তিনি আমাকে বললেন, তুমি
ঘোষণা কর, বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন,
জেরুশালেম ও সিয়োনের উপর আমি অসম্ভব
ক্রুদ্ধ হয়েছি। ১৫ আর নিশ্চিন্ত জাতিদের প্রতি
আমার ক্রোধ জন্মেছে; কেননা আমি সামান্য ক্রুদ্ধ
হলে তারা আরও বেশি অমঙ্গল যোগ করলো।
১৬ এজন্য মাবুদ এই কথা বলেন, আমি করুণা
করে জেরুশালেমে ফিরে এলাম; তার মধ্যে
আমার গৃহ নির্মিত হবে, এই কথা বাহিনীগণের
মাবুদ বলেন; এবং জেরুশালেমে মাপের দড়ি
ধরা হবে। ১৭ তুমি আরও ঘোষণা কর,
বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, আমার
নগরগুলো পুনর্বার মঙ্গলে পরিপূর্ণ হবে এবং
মাবুদ সিয়োনকে পুনরায় সান্ত্বনা দেবেন ও
জেরুশালেমকে পুনর্বার মনোনীত করবেন।

[১:১২] জবুর ৪০:১১।
[১:১৩] ইশা ৩৫:৪।
[১:১৪] ইশা ২৬:১১; যোয়েল ২:১৮।
[১:১৫] ইয়ার ৪৮:১১।
[১:১৭] উজা ৯:৯; জবুর ৫১:১৮; ইশা ৫৪:৮-১০; ৬১:৪।
[১:১৯] আমোষ ৬:১৩।
[১:২১] জবুর ৭৫:১০; ইশা ৫৪:১৬-১৭; জাকা ১২:৯ তবপযধৎরধয ২।
[২:২] ইহি ৪০:৩; জাকা ১:১৬; প্রকা ২১:১৫।

দ্বিতীয় দর্শন: শিং ও চর্মকার

১৮ পরে আমি চোখ তুলে দেখলাম, আর দেখ,
চারটি শিং। ১৯ তখন আমার সঙ্গে আলাপকারী
ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো কি?
তিনি আমাকে বললেন, এ সেই সব শিং যা
এহুদা, ইসরাইল এবং জেরুশালেমকে ছিন্নভিন্ন
করেছে। ২০ পরে মাবুদ আমাকে চার জন
কর্মকার দেখালেন। ২১ আমি জিজ্ঞাসা করলাম,
এরা কি করতে আসছে? তিনি বললেন, ঐ
শিংগুলো এহুদাকে এমন ছিন্নভিন্ন করেছে যে,
কেউই মাথা তুলতে পারে নি; কিন্তু যেসব
জাতিরা এহুদা দেশকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য শিং
উঠিয়েছে, তাদের ভয় দেখাবার জন্য ও তাদের
শিংগুলো নিচে ফেলে দেবার জন্য এরা আসছে।

তৃতীয় দর্শন:
পরিমাপের দড়ি হাতে এক জন পুরুষ

২ ১ পরে আমি চোখ তুলে লক্ষ্য করলাম, আর
দেখ, পরিমাপের দড়ি হাতে এক জন
পুরুষ। ২ তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি
কোথায় যাচ্ছেন? তিনি আমাকে বললেন,
জেরুশালেম মাপতে, তার চওড়া ও তার লম্বা
কত তা দেখতে যাচ্ছি। ৩ আর দেখ, যে
ফেরেশতা আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন, তিনি
অগ্রসর হলেন; আর এক জন ফেরেশতা তাঁর

আয়াত। পারস্য সাম্রাজ্য এই সময়ে অত্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থানে ছিল এবং তাদের আর তেমন কোন সামরিক তৎপরতা ছিল না (আয়াত ১৫), কিন্তু এহুদার ইহুদীরা নির্যাতিত হচ্ছিল এবং তখনও তারা বিদেশী কর্তৃত্বের অধীনে ছিল (আয়াত ১২ দেখুন)।

১:১২ করুণা। স্নেহ ও দয়া (১৬ আয়াত দেখুন)। *সত্তর বছর।* দেখুন আয়াত ৭:৫; উযা ১:১; ইয়ার ২৫:১১-১২ আয়াত ও নোট।

১:১৩ নানা সান্ত্বনাদায়ক কথা। যে কথাগুলো ১৪-১৭ আয়াতে পাওয়া যায়।

১:১৪ অসম্ভব ক্রুদ্ধ হয়েছি। ৮:২ আয়াত দেখুন। অবশ্য এ ধরনের ভাষার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এহুদার প্রতি মাবুদ আল্লাহ্‌র ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে (দেখুন হিজ ২০:৫ আয়াতের নোট; এর সাথে তুলনা করুন ইয়াকুব ৪:৪ আয়াত। মূল ধারণাটি হচ্ছে, মাবুদ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এহুদা বিপথগামী হওয়ায় আল্লাহ্‌ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন (আয়াত ১৫; আরও দেখুন দ্বি.বি. ৩২:৩৫, ৪১; ইয়ার ৫০:১৫; ৫১:৬, ১১ আয়াত)।

১:১৫ নিশ্চিন্ত জাতি। এই নিশ্চয়তা পুরোপুরি তুলে নেওয়া হবে (ইশা ৩২:৯-১৩; হগয় ২:৬-৭ আয়াত ও নোট দেখুন। *সামান্য ক্রুদ্ধ হলে ... বেশি অমঙ্গল যোগ করলো।* আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতির উপরে রাগ করেছিলেন এবং তিনি আশেরীয় জাতিকে ব্যবহার করলেন (ইশা ১০:৫ আয়াত ও নোট দেখুন) এবং ব্যাবিলনীয়দেরও ব্যবহার করলেন (ইশা ৪৭:৬; ইয়ার ২৫:৯ আয়াত ও নোট দেখুন) তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য, কিন্তু তারা ইসরাইল জাতিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে চেয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল (তুলনা করুন ২ বাদশাহ্‌ ১০:১১ আয়াত ও নোট)।

১:১৬ আমি ... ফিরে এলাম। ৩ আয়াতের নোট দেখুন। *করুণা।* আয়াত ১২ ও নোট দেখুন। আমার গৃহ নির্মিত হবে। দেখুন উযায়ের ৬:১৪-১৬; হগয় ১:৮; এর সাথে হগয় কিতাবের ভূমিকা: পটভূমি দেখুন। *মাপের দড়ি।* এটি পুনরায় উদ্ধারের চিহ্ন (ইয়ার ৩১:৩৮-৪০ আয়াত দেখুন এবং ৩১:৩৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:১৭ সান্ত্বনা দেবেন। আয়াত ১৩ ও নোট দেখুন। *জেরুশালেমকে পুনর্বার মনোনীত করবেন।* দেখুন আয়াত ২:১২; ৩:২।

১:১৮-২১ দ্বিতীয় দর্শন। ইসরাইল জাতিকে যারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে (আয়াত ১৯) তারা সকলে অন্য কোন জাতির দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

১:১৮ চার। যদি এই সংখ্যাটি আক্ষরিকভাবে বিবেচনা করতে হয়, তাহলে এখানে সম্ভবত আশেরিয়া, মিসর, ব্যাবিলন ও পারস্যের কথা বলা হয়েছে। *শিং।* সম্ভবত ধাতব, হতে পারে ব্রোঞ্জের বা লোহার।

১:২০ চার। যদি এই সংখ্যাটি আক্ষরিকভাবে বিবেচনা করতে হয় তাহলে এখানে মিসর, ব্যাবিলন, পারস্য ও গ্রীসের কথা বোঝানো হয়েছে। তবে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, ইসরাইলের সকল শত্রুই কোন না কোন সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে (আয়াত ২১)। *কর্মকার।* সম্ভবত ধাতুর শিল্পী (১ বাদশাহ্‌ ২২:১১ আয়াত দেখুন)।

১:২১ তাদের ভয় দেখাবার জন্য। এর সাথে তুলনা করুন ১১ আয়াত এবং ১৫ আয়াত (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

২:১-১৩ তৃতীয় দর্শন। আল্লাহ্‌র লোকেরা আবার তাদের আগের অবস্থায় ফিরে যাবে এবং তাদের নগরী ও এবাদতখানাও আবার আগের অবস্থা ফিরে পাবে।

২:১ পরিমাপের দড়ি। ১:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। ৪ তিনি তাঁকে
বললেন, তুমি দৌড়ে গিয়ে যুবককে বল,
জেরুশালেমের মধ্যবর্তী মানুষ ও পশুদের জন্য
প্রাচীর-বিহীন গ্রামগুলোর মত তার বসতি হবে;
৫ কারণ মাবুদ বলেন, আমিই তার চারদিকে
আগুনের প্রাচীরস্বরূপ হব এবং আমি তার
মধ্যবর্তী মহিমাস্বরূপ হবো।

নির্বাসিতদের কাছে আহ্বান

৬ অহো! অহো! উত্তর দেশ থেকে পালিয়ে
যাও, মাবুদ এই কথা বলেন; কেননা আমি
তোমাদের আসমানের চার বায়ুর মত ছড়িয়ে
দিয়েছি, মাবুদ এই কথা বলেন। ৭ অহো সিয়োন,
ব্যাবিলন-কন্যার সহনিবাসীনী! জীবন রক্ষার্থে
পালিয়ে যাও। ৮ কারণ বাহিনীগণের মাবুদ এই
কথা বলেন; মহিমার পরে তিনি আমাকে সেই
জাতিদের কাছে পাঠালেন, যারা তোমাদের লুট
করেছে; কেননা যে ব্যক্তি তোমাদেরকে স্পর্শ
করে, সে তাঁর চোখের মণি স্পর্শ করে। ৯ কারণ
দেখ, আমি তাদের উপরে আমার হাত উঠাব,
তাতে তারা তাদের গোলামদের লুটবস্তু হবে,
আর তোমরা জানবে যে, বাহিনীগণের মাবুদই
আমাকে পাঠিয়েছেন।

[২:৪] ইশা ৪৯:২০; ইয়ার ৩০:১৯; ৩৩:২২।
[২:৫] ইশা ২৬:১; ইহি ৪২:২০।
[২:৬] ইহি ১৭:২১; ৩৭:৯; মথি ২৪:৩১; মার্ক ১৩:২৭।
[২:৭] ইশা ৪২:৭।
[২:৮] দ্বি:বি ৩২:১০।
[২:৯] ইশা ১৪:২; ইয়ার ১২:১৪; হবক ২:৮।
[২:১০] প্রকা ২১:৩।
[২:১১] ইয়ার ২৪:৭; মীখা ৪:২; জাকা ৮:৮, ২০-২২।
[২:১৩] হিজ ১৪:১৪; ইশা ৪১:১।
[৩:১] উজা ২:২; জাকা ৬:১১।
[৩:২] কাজী ১:৯।

১০ সিয়োন-কন্যে, আনন্দগান কর, আহ্লাদ
কর, কেননা দেখ, আমি আসছি, আর আমি
তোমার মধ্যে বাস করবো, মাবুদ এই কথা
বলেন। ১১ সেই দিনে অনেক জাতি মাবুদের
প্রতি আসক্ত হবে, আমার লোক হবে; এবং
আমি তোমার মধ্যে বাস করবো, তাতে তুমি
জানবে যে, বাহিনীগণের মাবুদই আমাকে
তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। ১২ আর মাবুদ পবিত্র
দেশে নিজের অংশ বলে এহুদাকে অধিকার
করবেন ও জেরুশালেমকে আবার মনোনীত
করবেন।
১৩ মাবুদের সাক্ষাতে প্রাণীমাত্র নীরব হও,
কেননা তিনি তাঁর পবিত্র শরীয়ত-তাঁবুর মধ্য
থেকে জেগে উঠেছেন।

চতুর্থ দর্শন:
মহা-ইমাম ইউসা ও শয়তান

৩ ১ পরে তিনি আমাকে মহা-ইমাম ইউসাকে
দেখালেন; ইনি মাবুদের ফেরেশতার
সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আর তাঁর বিরুদ্ধতা
করার জন্য শয়তান তাঁর ডান পাশে দাঁড়িয়েছিল।
২ তখন মাবুদ শয়তানকে বললেন, শয়তান, মাবুদ
তোমাকে ভর্ৎসনা করুন; হ্যাঁ, যিনি

২:৪ যুবক। সম্ভবত নবী জাকারিয়াকে বোঝানো হয়েছে। *প্রাচীর বিহীন।* নগরীর জনসংখ্যা এতটাই বেশি হবে যে, এক সময় মনে হবে বুঝি এই নগরীর কোন প্রাচীর নেই (দেখুন ১০:৮, ১০ আয়াত; এর সাথে দেখুন ইশা ৪৯:৯-২০ আয়াত ও নোট)।

২:৫ আগুনের প্রাচীর। এখানে প্রতীকী অর্থে বেহেশতী নিরাপত্তা বোঝানো হয়েছে (৯:৮; এর সাথে হিজ ১৩:২১; ইশা ৪:৫-৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২:৬ উত্তর দেশ। ব্যাবিলনীয়রা এহুদাকে উত্তর দিক থেকে আক্রমণ করেছিল (দেখুন ইশা ৪১:২৫ আয়াত ও নোট; ইয়ার ১:১৪; ৪:৬; ৬:১, ২২; ১০:২২)। *চার বায়ুর মত।* অর্থাৎ চার দিকে। বন্দীদশায় থাকা ব্যক্তিরা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে ফিরে আসবে (ইশা ৪৩:৫-৬; ৪৯:১২)।

২:৭ সিয়োন। ব্যাবিলনে জেরুশালেমের বন্দীত্ব। *ব্যাবিলন-কন্যার সহনিবাসীনী ... পালিয়ে যাও।* তুলনা করুন প্রকা ১৮:২-৪ আয়াত। *ব্যাবিলন-কন্যা।* এখানে ব্যাবিলনকে ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে (২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

২:৮ আমাকে। দেখুন আয়াত ৯; সম্ভবত মাবুদের ফেরেশতা (দেখুন আয়াত ১:৮ ও নোট)। *তাঁর চোখের মণি।* দ্বি.বি. ৩২:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

২:১০ দেখুন আয়াত ৯:৯ ও নোট। *সিয়োন-কন্যে।* জেরুশালেম নগরীকে ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে (আয়াত ৭ ও নোট দেখুন)। *আমি তোমার মধ্যে বাস করবো।* দেখুন আয়াত ১১; ৮:৩; লেবীয় ২৬:১১-১২; ইহি ৩৭:২৭; ইউহোন্না ১:১৪; ২ করি ৬:১৬; প্রকাশিত ২১:৩।

২:১১ অনেক জাতি। হযরত ইব্রাহিমের কাছে করা ওয়াদা অনুসারে (পয়দা ১২:৩; তুলনা করুন জাকা ৮:২০-২৩; ১৪:১৬; পয়দা ১৮:১৮; ২২:১৮; ইশা ২:২-৪ আয়াত ও নোট; ১৯:২৪-২৫)। *সেই দিনে।* অর্থাৎ মাবুদের দিনে (৩:১০ আয়াত দেখুন; এর সাথে আরও দেখুন ১২:৩; ইশা ২:১১, ১৭, ২০; যোয়েল ১:১৫; আমোস ৫:১৮ আয়াত ও নোট)।

২:১২ পবিত্র দেশ। দেখুন জবুর ৭৮:৫৪। দেশটিকে মূলত পবিত্র বলে বিবেচনা করা হয়েছিল কারণ এখানে পবিত্র বাদশাহ্‌র দুনিয়াবী সিংহাসন ও এবাদতখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল, যিনি সেখানে তাঁর নিয়মের লোকদের সাথে বসবাস করেন (হিজ ৩:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *জেরুশালেমকে আবার মনোনীত করবেন।* দেখুন ১:১৭; ৩:২ আয়াত।

২:১৩ মাবুদের সাক্ষাতে প্রাণীমাত্র নীরব হও। দেখুন হাবা ২:২০ আয়াত ও নোট। *জেগে উঠেছেন।* বিচার করার জন্য (আয়াত ৯ দেখুন)।

৩:১-১০ চতুর্থ দর্শন। ইসরাইল জাতিকে এক পবিত্র জাতি হিসেবে পরিষ্কার করা হবে এবং আবার আগের মর্যাদায় ফিরিয়ে আনা হবে (হিজ ১৯:৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩:১ ইউসা। এই নামের অন্যান্য অরামীয় প্রতিশব্দ হল ইয়েহ্‌শূয়া। এখানে তিনি গুনাহ্‌পূর্ণ ইসরাইল জাতিকে উপস্থাপন করছেন (আয়াত ৮-৯ দেখুন)। ইউসা এবং ইয়েহ্‌শূয়া নামগুলো প্রাচীনকালে খুবই প্রচলিত ছিল। গ্রীক ভাষায় এর সমার্থক নাম হচ্ছে "ঈসা" এবং এই তিনটি নামেরই অর্থ হচ্ছে "মাবুদ রক্ষা করেন" (মথি ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন)। *সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন।* একজন ইমামের মত সামনে দাঁড়িয়ে পরিচর্যা করছিলেন (দ্বি.বি. ১০:৮; ২ খান্দান ২৯:১১; ইহি ৪৪:১৫ আয়াত দেখুন)। *মাবুদের ফেরেশতা।* দেখুন আয়াত ১:১১; এর সাথে পয়দা ১৬:৭ আয়াতও দেখুন। *শয়তান।* আইউব ১:৬-১২ আয়াত ও নোট দেখুন; ২:১-৭; প্রকা ১২:১০ আয়াত ও নোট দেখুন। *ডান পাশে।* দেখুন জবুর ১০৯:৬ আয়াত। *ভর্ৎসনা করুন।* কিংবা বলা যায় "অভিযোগ করুন"। এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ এবং শয়তান নামটির

BACIB International Bible CHURCH

জেরুশালেমকে মনোনীত করেছেন, সেই মাবুদ
তোমাকে ভর্ৎসনা করুন; এই ব্যক্তি কি আগুন
থেকে তুলে নেওয়া জ্বলন্ত কাঠের টুকরার মত
নয়? ৩ তখন ইউসা মলিন কাপড় পরিহিত হয়েই
ফেরেশতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ৪ তাতে
সেই ফেরেশতা নিজের সম্মুখে দণ্ডায়মান
ব্যক্তিদেরকে বললেন, এঁর দেহ থেকে ঐ মলিন
কাপড়গুলো খুলে ফেল। পরে তিনি তাঁকে
বললেন, দেখ, আমি তোমার অপরাধ মাফ করে
দিয়েছি ও তোমাকে শুভ্র পোশাক পরাব। ৫ তখন
আমি বললাম, এঁর মাথায় পরিষ্কার পাগড়ী দিতে
হুকুম দেওয়া হোক। তখন তাঁর মাথায় পরিষ্কার
পাগড়ী দেওয়া হল এবং তাঁকে পোশাক পরানো
হল; আর মাবুদের ফেরেশতা কাছে দাঁড়িয়ে
রইলেন।

৬ পরে মাবুদের ফেরেশতা ইউসাকে দৃঢ়ভাবে
বললেন, ৭ বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন,
তুমি যদি আমার পথে চল ও আমার রক্ষণীয়-
দ্রব্য রক্ষা কর, তবে তুমিও আমার গৃহের বিচার
করবে এবং আমার প্রাঙ্গণের রক্ষকও হবে, আর
এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছে, আমি তোমাকে
এদের মধ্যে গমনাগমন করার অধিকার দেব।
৮ হে মহা-ইমাম ইউসা, তুমি শোন এবং তোমার
সম্মুখে উপবিষ্ট তোমার সখারাও শুনুক, কেননা
তারা অদ্ভুত প্রকৃতির লোক; কারণ দেখ, আমি
আমার গোলাম তরুশাখাকে আনয়ন করবো।
৯ দেখ, ইউসার সম্মুখে আমি এই পাথর স্থাপন
করেছি; সেই পাথরের উপরে সাতটি চোখ
আছে; দেখ, আমি তার লেখাটা ক্ষোদাই করে
লিখব, এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন;
এবং আমি এক দিনে সেই দেশের অপরাধ দূর
করবো। ১০ বাহিনীগণের মাবুদ বলেন, সেদিন
তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবেশীকে
আঙ্গুরলতা ও ডুমুর গাছের তলে দাওয়াত
করবে।

পঞ্চম দর্শন:
প্রদীপ-আসন ও জলপাই গাছ

৪ ১ পরে যে ফেরেশতা আমার সঙ্গে আলাপ
করছিলেন, তিনি পুনরায় এসে আমাকে ঘুম
থেকে জাগালেন। ২ আর তিনি আমাকে বললেন,
কি দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম, আমি
দেখলাম, আর দেখ, একটি প্রদীপ-আসন,
সমস্তটাই সোনার; তার মাথার উপরে তেলের
আধার ও তার উপরে সাতটি প্রদীপ এবং তার
মাথার উপরে স্থিত প্রত্যেকটি প্রদীপের জন্য
সাতটি নল; ৩ তার কাছে দু'টি জলপাই গাছ,

[৩:৪] ২শামু ১২:১৩; ইহি ৩৬:২৫; মীখা ৭:১৮।
[৩:৫] হিজ ২৯:৬।
[৩:৭] দ্বিঃবি ১৭:৮-১১; ইহি ৪৪:১৫-১৬।
[৩:৮] দ্বিঃবি ২৮:৪৬; ইহি ১২:১১।
[৩:৯] উজা ২:২।
[৩:১০] আইউ ১১:১৮।
[৪:১] দানি ৮:১৮।
[৪:১] ইয়ার ৩১:২৬।
[৪:২] হিজ ২৫:৩১; প্রকা ১:১২।
[৪:৩] আয়াত ১১; জবুর ১:৩; প্রকা ১১:৪।

বুৎপত্তিগত অর্থ একই।

৩:২ জেরুশালেমকে মনোনীত করেছেন। ১:১৭; ২:১২ আয়াত দেখুন। *আগুন থেকে তুলে নেওয়া জ্বলন্ত কাঠের টুকরা।* ইহুদীদেরকে আগুন থেকে জ্বলন্ত কাঠের মত করে তুলে নেওয়া হয়েছিল যেন তারা বন্দীদশা থেকে ফিরে এসে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পাদন করতে সক্ষম হয় (দেখুন আমোস ৪:১১ আয়াত ও নোট; এর সাথে দেখুন জাকা ১৩:৮-৯; দ্বি.বি. ৪:২০ আয়াত ও নোট; ৭:৭-৮; ইয়ার ৩০:৭; প্রকা ১২:১৩-১৬; তুলনা করুন ১ করি ৩:১৫; এহুদা ২৩ আয়াত ও নোট)।

৩:৪ নিজের সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্যক্তি। সম্ভবত অন্যান্য ফেরেশতারা (৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। *এঁর দেহ থেকে ঐ মলিন কাপড়গুলো খুলে ফেল।* এর অর্থ হচ্ছে তাকে ইমামতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। এই কাজের মধ্য দিয়ে প্রতীকী অর্থে তার গুনাহ্ তুলে নেওয়াও বোঝানো হয়েছে (দেখুন আয়াত ৯ ও নোট; তুলনা করুন ইশা ৬৪:৬ আয়াত)।

৩:৫ এঁর মাথায় পরিষ্কার পাগড়ী দিতে হুকুম দেওয়া হোক। এভাবে তাঁকে আবারও মহা ইমাম পদে অভিষিক্ত করা হল যেন তিনি ইসরাইলের জন্য বেহেশতী অভিষেক প্রাপ্ত একজন ইমাম ও মধ্যস্থতাকারী হয়ে উঠতে পারেন। পাগড়ীর সামনে লেখা ছিল "মাবুদের জন্য পবিত্রীকৃত" (হিজ ২৮:৩৬-৩৭; ৩৯:৩০-৩১; দেখুন জাকা ১৪:২০ আয়াত ও নোট)।

৩:৭ যদি ইউসা ও তাঁর সহযোগী ইমামেরা বিশ্বস্ত থাকেন তাহলে তারা ফেরেশতাদের সাথে সিয়োন ও ইসরাইলের জন্য আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা সাধনে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন (ইয়ার ৩১:২২ আয়াত ও নোট দেখুন)। *এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছে।* আয়াত ৪ ও নোট দেখুন।

৩:৮ তোমার সখারা। অর্থাৎ সহকারী ইমামেরা। *আমার গোলাম।* দেখুন হিজ ১৪:৩১; জবুর ১৮ অধ্যায়ের শিরোনাম; ইশা ৪১:৮-৯; ৪২:১-৪; ৪২:১; রোমীয় ১:১ আয়াত। *তরুশাখা।* মসীহের একটি উপাধি (দেখুন ৬:১২; ইশা ৪:২ আয়াত ও নোট; ১১:১; ইয়ার ২৩:৫ আয়াত ও নোট; ৩৩:১৫ আয়াত)।

৩:৯ পাথর। সম্ভবত মসীহের আরেকটি প্রতিরূপ (দেখুন জবুর ১১৮:২২; ইশা ৮:১৪; ২৮:১৬ আয়াত ও নোট)। *সাতটি চোখ।* সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে অসীম দৃষ্টি বোঝানো হয়েছে। ৪:১০ আয়াতের নোট দেখুন। আমি এক দিনে সেই দেশের অপরাধ দূর করবো। ৪ আয়াতের প্রতীকী কাজটি এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩:১০ সেদিন। ২:১১ আয়াত ও নোট দেখুন। *আঙ্গুরলতা ও ডুমুর গাছের তলে দাওয়াত করবে।* এখানে শান্তি, সুরক্ষা ও পরিতৃপ্তির একটি প্রতীকী দৃশ্যের অবতারণা ঘটানো হয়েছে (মিকাহ্ ৪:৪ আয়াত ও নোট দেখুন; তুলনা করুন ২ বাদশাহ্ ১৮:৩১)।

৪:১-১৪ পঞ্চম দর্শন। ইহুদীদেরকে উৎসাহ দান করা হয়েছে যেন তারা তাদের বেহেশতী পিতার কথা স্মরণ করে বায়তুল মোকাদ্দস পুনর্নির্মাণ করে (হিজ ২৫:৩৭ আয়াতের নোট দেখুন) – যা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র রূহের শক্তিতে সম্ভব (আয়াত ৬ দেখুন)।

৪:১ আমাকে ঘুম থেকে জাগালেন। একই রাতে (১:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪:২ কি দেখতে পাচ্ছ? দেখুন আয়াত ৫:২; এর সাথে ইয়ার ১:১১ আয়াত ও নোট দেখুন। এখানে যে দর্শনটির কথা বলা হচ্ছে সম্ভবত তাতে একটি বড় পাত্রের চার পাশে সাতটি প্রদীপ সাজানো ছিল এবং সেই বড় পাত্র থেকে সাতটি প্রদীপে অনবরত তেল যোগান দেওয়া হচ্ছিল (হিজ ২৫:৩৭ আয়াত

একটি তেলের আধারের ডানে ও একটি তার
বামে। [4] তখন যে ফেরেশতা আমার সঙ্গে
আলাপ করছিলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা
করলাম, হে আমার প্রভু, এগুলো কি? [5] তাতে
যে ফেরেশতা আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন,
তিনি জবাবে আমাকে বললেন, এসব কি তা কি
জান না? আমি বললাম, হে আমার প্রভু জানি
না। [6] তখন তিনি জবাবে আমাকে বললেন, এ
সরুব্বাবিলের প্রতি মাবুদের কালাম, ‘পরাক্রম
দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার রূহ্ দ্বারা,’
এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন। [7] হে বি-
শাল পর্বত, তুমি কে? সরুব্বাবিলের সম্মুখে তুমি
সমভূমি হবে এবং ‘রহমত, রহমত হোক, এর
প্রতি,’ এই হর্ষধ্বনির সঙ্গে সে মস্তকস্বরূপ
পাথরখানি বের করে আনবে।
[8] পরে মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, [9] সরুব্বাবিলের হাত এই গৃহের
ভিত্তিমূল স্থাপন করেছে, আবার তারই হাত তা
সমাপ্ত করবে; তাতে তুমি জানবে যে বাহি-
নীগণের মাবুদই তোমাদের কাছে আমাকে
পাঠিয়েছেন। [10] কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের দিনকে
কে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে? সরুব্বাবিলের হাতে
ওলোন দেখে তারা তো আনন্দ করবে; এই
সাতটি তো মাবুদের চোখ, এরা সমস্ত দুনিয়া
পর্যটন করে।

[৪:৫] জাকা ১:৯।
[৪:৬] নহি ৯:২০; ইশা ১১:২-৪; দানি ২:৩৪; হোশেয় ১:৭।
[৪:৭] জবুর ২৬:১২; ইয়ার ৫১:২৫।
[৪:৯] উজা ৩:৮; ৬:১৫; জাকা ৬:১২।
[৪:১০] হগয় ২:৩।
[৪:১১] প্রকা ১১:৪।
[৪:১৪] হিজ ২৯:৭; ৪০:১৫; জবুর ৪৫:৭; ইশা ২০:৩; দানি ৯:২৪-২৬।
[৫:১] জবুর ৪০:৭; ইয়ার ৩৬:৪; প্রকা ৫:১।
[৫:২] ইয়ার ১:১৩।
[৫:৩] ইশা ২৪:৬; ৩৪:২; ৪৩:২৮; মালা ৩:৯; ৪:৬।
[৫:৪] লেবীয় ১৪:৩৪-৪৫; মেসাল ৩:৩৩; হবক ২:৯-১১; মালা ৩:৫।

[11] পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রদীপ-
আসনটির ডানে ও বামে দুই দিকে অবস্থিত এই
দু’টি জলপাই গাছের তাৎপর্য কি? [12] দ্বিতীয়বার
তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, সোনার যে দুই নল
নিজে থেকেই সোনালী রংয়ের তেল বের করে,
তার পাশে জলপাই ফলের এই যে দু’টি শাখা
আছে তার তাৎপর্য কি? [13] তিনি আমাকে জবাবে
বললেন, এসব কি, তা কি জান না? আমি
বললাম, হে আমার প্রভু, জানি না। [14] তখন
তিনি বললেন, ওঁরা সেই দুই অভিষিক্ত জন,
যাঁরা সমস্ত দুনিয়ার প্রভুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে
থাকেন।

ষষ্ঠ দর্শন: গুটিয়ে রাখা কিতাব

৫ [1] পরে আমি আবার চোখ তুলে তাকালাম,
আর দেখ, একখানি গুটিয়ে রাখা কিতাব
উড়ছে। [2] তখন তিনি আমাকে বললেন, কি
দেখতে পাচ্ছ? আমি জবাবে বললাম, একখানি
গুটিয়ে রাখা কিতাব উড়তে দেখছি; তা বিশ
হাত লম্বা ও দশ হাত চওড়া। [3] তিনি আমাকে
বললেন, সেটি সমস্ত দেশের উপরে বের হওয়া
বদদোয়া; বস্তুত যে কেউ চুরি করে, সে ওর এক
দিকের বিধান অনুসারে উচ্ছিন্ন হবে এবং যে
কেউ শপথ করে, সে ওর অন্য দিকের বিধান
অনুসারে উচ্ছিন্ন হবে। [4] বাহিনীগণের মাবুদ

দেখুন)।

৪:৩ দুটি জলপাই গাছ। তুলনা করুন প্রকা ১১:৪ আয়াত ও নোট। দুটি জলপাই গাছের মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে ইমাম ও বাদশাহ্‌র দায়িত্ব এবং এটি অনবরত তেলে যোগান দানের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

৪:৬ পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়। দাউদ ও সোলায়মান যে রাজকীয় ক্ষমতা ভোগ করেছেন তা সরুব্বাবিলের ছিল না এবং যে কোন ক্ষেত্রেই দুনিয়াবী শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে মাবুদের এবাদতখানা নির্মাণ করা সম্ভব নয়।

৪:৭ পর্বত ... সমভূমি। আল্লাহ্‌র রূহের উপরে ঈমান স্থাপন করলে (আয়াত ৬) পাহাড়ের সমান যে কোন বাধাও অতিক্রম করা যাবে। সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে বিরোধিতা (উযা ৪:১-৫, ২৪ আয়াত) এবং লোকদের কঠিনতা (তুলনা করুন হগয় ১:১৪; ২:১-৫)। *মস্তকস্বরূপ পাথরখানি।* শেষ যে পাথরটি জায়গামত স্থাপন করা প্রয়োজন (জবুর ১১৮:২২ আয়াত ও নোট দেখুন), যা সরুব্বাবিল নির্মিত নতুন বায়তুল মোকাদ্দসের নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি নির্দেশ করে।

৪:৮ এখানে একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তা রয়েছে (৬:৯; ৭:৪, ৮; ৮:১, ১৮; এর সাথে হোসিয়া ১:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪:৯ ভিত্তিমূল স্থাপন করেছে। ৫৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (উযা ৩:৮-১১; ৫:১৬)। *সমাপ্ত করবে।* ৫১৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (উযা ৬:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪:১০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের দিন। অনেকে মনে করেছেন বায়তুল মোকাদ্দস নির্মাণের কাজটি তাৎপর্যপূর্ণ (উযা ৩:১২; হগয় ২:৩ আয়াত ও নোট দেখুন), কিন্তু আল্লাহ্ এই পুনর্নির্মাণ কাজে ছিলেন এবং তাঁর রূহ্ দ্বারা (আয়াত ৬) তিনি সরুব্বাবিলকে দিয়ে এই কাজটি করিয়েছেন। *এই সাতটি তো মাবুদের চোখ।* ৩:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:১৪ দর্শনটির অর্থ এখন ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। দুই অভিষিক্ত জন। সরুব্বাবিল, যিনি দাউদের বংশ থেকে এসেছেন এবং মহা ইমাম ইউসা। যে তেল (আয়াত ১২) ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে পাক-রূহ্‌কে বোঝানো হয়েছে (আয়াত ৬)। শাসনকর্তা ও ইমামের এই সমন্বয়ে গঠিত হবে চূড়ান্ত মসীহী ইমাম-বাদশাহ্ (তুলনা করুন ৬:১৩; জবুর ১১০; ইবরানী ৭ অধ্যায়)। *সমস্ত দুনিয়ার প্রভু।* দেখুন ৬:৫ আয়াত।

৫:১-৪ ষষ্ঠ দর্শন। শরীয়ত ভঙ্গ করার কারণে যারা তা ভঙ্গ করেছে তাদেরকে তিরস্কার করা হচ্ছে; গুনাহ্‌গারদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে।

৫:১ উড়ছে। তা খুলে রাখা হয়েছে এবং বাতাসে উড়ছে যেন সকলে তা পড়তে পারে। *গুটিয়ে রাখা কিতাব।* হিজ ১৭:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:২ তিনি। ব্যাখ্যা দানকারী ফেরেশতা (আয়াত ৫; ৪:১১ দেখুন)। *কি দেখতে পাচ্ছ?* আয়াত ৪:২ ও নোট দেখুন। *বিশ হাত লম্বা ও দশ হাত চওড়া।* স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি বড় আকৃতির, বিশেষ করে চওড়ার দিকে। গুনাহ্‌র বিচার সংক্রান্ত এমন বিরাট আকারের সতর্ক বার্তা নিশ্চয়ই মানুষের মনে অনুশোচনা ও মন পরিবর্তনের চিন্তা জাগিয়ে তুলবে।

৫:৩ বদদোয়া। দেখুন দ্বি.বি. ২৭:২৬ আয়াত ও নোট। *এক দিকের ... অন্য দিকের।* শরীয়তের হুকুমনামার দুটি প্রস্তর ফলকের মত (হিজ ৩২:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন) গুটিয়ে রাখা কিতাবের দুই পাশেই লেখা ছিল (হিজ ২:১০ আয়াত ও নোট দেখুন)। *চুরি করে।* যে ব্যক্তি অষ্টম হুকুম লঙ্ঘন করে

BACIB International Bible CHURCH

বলেন, আমি ওকে বের করে আনবো, সে
চোরের বাড়িতে ও আমার নামে মিথ্যা
শপথকারীর বাড়িতে প্রবেশ করবে এবং তার
বাড়ির মধ্যে অবস্থান করে কাঠ ও পাথরসুদ্ধ
বাড়ি বিনাশ করবে।

ষষ্ঠ দর্শন:
ঐফাপাত্রের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক

৫ পরে যে ফেরেশতা আমার সঙ্গে আলাপ
করছিলেন, তিনি বাইরে এসে আমাকে বললেন,
তুমি চোখ তুলে দেখ, ওটা কি বের হচ্ছে?
৬ তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম ওটা কি? তিনি
বললেন, ওটি ঐফাপাত্র; আরও বললেন, ওটা
সমস্ত দেশে তাদের অধর্ম। ৭ আর দেখ, সেই
ঐফাপাত্রের সীসার ঢাকনিটা তোলা হল, আর
তার মধ্যে এক জন স্ত্রীলোক বসে আছে। ৮ তিনি
বললেন, এ দুষ্টতা। পরে তিনি ঐ স্ত্রীলোককে
ঐফার মধ্যে ফেলে দিয়ে তার মুখে সেই সীসার
ঢাকনিটা চেপে দিলেন। ৯ তখন আমি চোখ তুলে
দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, দুই জন স্ত্রীলোক
বের হয়ে এল; তাদের পাখায় বায়ু ছিল; আর
হাড়গিলার পাখার মত তাদের পাখা ছিল, তারা
দুনিয়া ও আসমানের মধ্যপথে সেই ঐফা উঠিয়ে
নিয়ে গেল। ১০ তখন যে ফেরেশতা আমার সঙ্গে
আলাপ করছিলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা
করলাম, ওরা ঐফাটি কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?
১১ তিনি আমাকে বললেন, এরা শিনিয়র দেশে
ওর জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করবে; তা প্রস্তুত
হলে সেখানে ওকে তার স্থানে স্থাপন করা যাবে।

অষ্টম দর্শন: চারটি রথ

৬ ১ পরে আমি পুনর্বার চোখ তুলে দৃষ্টিপাত
করলাম, আর দেখ, দু'টি পর্বতের মধ্য
থেকে চারটি রথ বের হল; সেই দু'টি পর্বত ছিল
ব্রোঞ্জের। ২ প্রথম রথে লাল রংয়ের ঘোড়াগুলো,
দ্বিতীয় রথে কালো রংয়ের ঘোড়াগুলো, ৩ তৃতীয়
রথে সাদা রংয়ের ঘোড়াগুলো ও চতুর্থ রথে
বিন্দুচিত্রিত বলবান ঘোড়াগুলো ছিল। ৪ তখন যে
ফেরেশতা আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন, আমি
তাঁকে বললাম, হে আমার প্রভু, এসব কি?
৫ সেই ফেরেশতা জবাবে আমাকে বললেন, এঁরা
বেহেশতের চারটি বায়ু, সমস্ত দুনিয়ার প্রভুর
সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে থাকবার পরে বের হয়ে
আসছেন। ৬ যে রথে কালো রংয়ের ঘোড়াগুলো
আছে, তা উত্তর দেশে যাচ্ছে; ও সাদা রংয়ের
ঘোড়াগুলো তাদের পিছনে পিছনে চললো এবং
বিন্দুচিত্রিত ঘোড়াগুলো দক্ষিণ দেশে চললো।
৭ আর বলবান ঘোড়াগুলো চললো এবং দুনিয়ার
সর্বত্র ভ্রমণ করার অনুমতি প্রার্থনা করলো; তাতে
তিনি বললেন, চলে যাও, দুনিয়ার সর্বত্র ভ্রমণ
কর; তাতে তারা দুনিয়ার সর্বত্র ভ্রমণ করলো।
৮ তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, দেখ,
যারা উত্তর দেশে যাচ্ছে, তারা উত্তর দেশে
আমার রূহ্‌কে সুস্থির করেছে।

[৫:৬] মীখা ৬:১০।
[৫:৮] মীখা ৬:১১।
[৫:৯] লেবীয় ১১:১৯।
[৫:১১] পয়দা ১০:১০।
[৫:১১] ইশার ২৯:৫, ২৮।
[৬:১] আয়াত ৫; ২বাদশা ২:১১।
[৬:২] প্রকা ৬:৫।
[৬:৩] প্রকা ৬:২।
[৬:৫] ইহি ৩৭:৯; মথি ২৪:৩১; প্রকা ৭:১।
[৬:৭] ইশা ৪৩:৬; জাকা ১:৮।
[৬:৮] ইহি ৫:১৩; ২৪:১৩।

(হিজ ২০:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *যে কেউ শপথ করে।* অর্থাৎ মিথ্যা শপথ করে। ৮:১৭ আয়াত দেখুন। *যে ব্যক্তি তৃতীয় হুকুম লঙ্ঘন করে* (৪ আয়াতের সাথে তুলনা করুন হিজ ২০:৭ আয়াত ও নোট)। যদিও চুরি ও মিথ্যা কথা বলা সেসময় খুবই সাধারণ বিষয় ছিল কিন্তু এগুলো সব সময়ই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুতর গুনাহ্‌। এহুদার লোকেরা প্রত্যেকেই শরীয়তের কোন না কোন বিধান অমান্য করার দায়ে অভিযুক্ত ছিল (ইয়াকুব ২:১০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৫:৪ বাহিনীগণের মাবুদ। ১ শামু ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *প্রবেশ করবে ... বিনাশ করবে।* এখানে "সে" বলতে বদদোয়ার কথা বোঝানো হয়েছে (আয়াত ৩)। আল্লাহ্‌র কালাম ওয়াদা হিসেবে দেওয়া হোক (অধ্যায় ৪) বা সতর্কবাণী হিসেবে দেওয়া হোক (এখানে) তা সম্পন্ন হবেই (তুলনা করুন জবুর ১৪৭:১৫; ইশা ৫৫:১০-১১; আরও দেখুন ইব ৪:১২-১৩ আয়াত ও নোট)।

৫:৫-১১ সপ্তম দর্শন। এখানে বলা হয়েছে সমস্ত গুনাহ্‌গারিতা বিনাশ করা হবে (ব্যাবিলন; আয়াত ১১)।

৫:৬ ঐফাপাত্র। হিব্রু শব্দ "ঐফা" দিয়ে সাধারণত বড় আকৃতির পাত্র বা ঝুড়ি বোঝানো হয়ে থাকে যাতে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের জায়গা না হলেও তা বেশ বড় আকৃতির। তবে এখানে যে ঐফাপাত্রের কথা বলা হচ্ছে তা আকারে স্বাভাবিকের তুলনায় আকারে অনেক বড় (১-২ আয়াতের গুটানো কিতাবের মত)।

৫:৭ স্ত্রীলোক। সম্ভবত এহুদার লোকদের গুনাহ্‌কে এখানে ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং একজন নারীর আকারে রূপ দেওয়া হয়েছে (প্রকা ১৭:১-৬ আয়াতের সাথে তুলনা করুন)।

৫:৮ এ দুষ্টতা। এই শব্দটির মধ্য দিয়ে সাধারণত নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক মন্দতাকে বোঝানো হয়ে থাকে – যা ধার্মিকতা বা ন্যায্যতা শব্দের বিপরীত (তুলনা করুন মেসাল ১৩:৬; ইহি ৩৩:১২)। এই পুরো দুষ্টতার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ফেলার প্রয়োজন ছিল (তুলনা করুন ২ থিষ ২:৬-৮)।

৫:৯ দুই জন স্ত্রীলোক। খোদা কর্তৃক নির্বাচিত দুই প্রতিনিধি। *বায়ু।* যা আল্লাহ্‌র কাজের একটি মাধ্যম (জবুর ১০৪:৩-৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। মন্দতা অপসারণ একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র কাজ।

৫:১১ শিনিয়র দেশ। ব্যাবিলন; দেখুন পয়দা ১০:১০ আয়াত; ১১:২ আয়াত; প্রকাশিত ১৭-১৮ অধ্যায়। ব্যাবিলন ছিল প্রতিমাপূজায় পরিপূর্ণ একটি দেশ যা মন্দতার উৎপত্তিস্থল হিসেবে যথার্থ ছিল। কিন্তু এটি ইসরাইল নয়, কারণ ইসরাইল ছিল আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতির লোকদের আবাসস্থল।

৬:১ চারটি রথ। বেহেশতী রূহ্‌ যারা আল্লাহ্‌র বিচার সাধনের জন্য নিযুক্ত (আয়াত ৫)। *দুটি পর্বত।* সম্ভবত সিয়োন পর্বত এবং জৈতুন পর্বত, যার মধ্যে রয়েছে কিদ্রোণ উপত্যকা।

৬:৪ এসব। অর্থাৎ ঘোড়া সহ রথ।

৬:৫ চারটি বায়ু। দেখুন আয়াত ১। *সমস্ত দুনিয়ার প্রভু।* ৪:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:৮ উত্তর দেশ। সাধারণত এর মধ্য দিয়ে ব্যাবিলনকে বোঝানো হয়ে থাকে, কিন্তু এছাড়া ইসরাইলের দুশমনদের আক্রমণের দিককেও চিহ্নিত করা হয় এর মধ্য দিয়ে।

তরুশাখা

৯ পরে মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ১০ তুমি নির্বাসিত লোকদের কাছে,
অর্থাৎ হিল্‌দয়, টোবিয় ও যিদায়ের কাছ থেকে
রূপা ও সোনা গ্রহণ কর; সেদিন যাও, সফনিয়ের
পুত্র ইউসিয়ার বাড়িতে গমন কর, ব্যাবিলন থেকে
তারা সেখানে এসেছে; ১১ তুমি রূপা ও সোনা
গ্রহণ করে মুকুট তৈরি কর এবং যিহোষাদকের পুত্র
মহা-ইমাম ইউসার মাথায় পরিয়ে দাও। ১২ আর
তাকে বল, বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন,
দেখ, সেই পুরুষ, যাঁর নাম ‘তরুশাখা’, তিনি
তাঁর স্থানে তরুশাখার মত বৃদ্ধি পাবেন এবং
মাবুদের বায়তুল-মোকাদ্দস গাঁথবেন; ১৩ হ্যাঁ,
তিনিই মাবুদের বায়তুল-মোকাদ্দস গাঁথবেন,
তিনিই রাজকীয় সম্মান ধারণ করবেন, তাঁর
সিংহাসনে বসে কর্তৃত্ব করবেন এবং তাঁর
সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট ইমাম হবেন, তাতে
এই দুইয়ের মধ্যে শান্তির মন্ত্রণা থাকবে।
১৪ পরন্তু হেলেম, টোবিয় ও যিদায়ের জন্য এবং
সফনিয়ের পুত্রের সৌজন্যের জন্য, এই মুকুট
স্মরণার্থে মাবুদের বায়তুল মোকাদ্দসে থাকবে।
১৫ আর দূরবর্তী লোকেরা এসে মাবুদের
বায়তুল-মোকাদ্দস নির্মাণে সাহায্য করবে; আর
তোমরা জানবে যে, বাহিনীগণের মাবুদই
তোমাদের কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। তোমরা
যদি যত্নপূর্বক নিজেদের আল্লাহ্‌ মাবুদের কথায়
মনোযোগ দাও, তবে তা সিদ্ধ হবে।

রোজা বিষয়ক প্রশ্ন ও তার উত্তর

৭ ১ আর দারিয়ুস বাদশাহ্‌র চতুর্থ বছরে
কিষ্‌লেব নামক নবম মাসের চতুর্থ দিনে
মাবুদের কালাম জাকারিয়ার কাছে নাজেল হল।
২ সেই সময় বেথেলের লোকেরা শরেৎসর,
রেগম্মেলক ও তাদের লোকদেরকে মাবুদের
কাছে ফরিয়াদ করতে প্রেরণ করলো,
৩ বাহিনীগণের মাবুদের গৃহের ইমামদের এবং
নবীদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পাঠাল যে, আমি
এত বছর যেমন করছি, তেমনি পঞ্চম মাসে
নিজেকে পৃথক করে কি শোক প্রকাশ ও রোজা
রাখব? ৪ তখন বাহিনীগণের মাবুদের এই
কালাম আমার কাছে নাজেল হল, তুমি দেশের
সকল লোক ও ইমামদেরকে এই কথা বল,
৫ তোমরা এই সত্তর বছর কাল পঞ্চম ও সপ্তম
মাসে যখন রোজা রেখেছ ও শোক করেছ, তখন
তা কি আমার, আমারই উদ্দেশে করেছ? ৬ আর
যখন ভোজন কর ও পান কর, তখন কি
তোমরাই ভোজন ও তোমরাই পান কর না?
৭ জেরুশালেম ও তার চারদিকের সমস্ত নগর
যখন বসতি ও কুশলবিশিষ্ট ছিল এবং দক্ষিণ
দেশ ও নিম্নভূমি যখন বসতিবিশিষ্ট ছিল, সেই
সময় মাবুদ আগেকার নবীদের দ্বারা যেসব কথা
ঘোষণা করেছিলেন, তা কি তোমরা শুনবে না?

আল্লাহ্‌র দাবী না মানার শাস্তি

৮ আর মাবুদের এই কালাম জাকারিয়ার কাছে
নাজেল হল, ৯ বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা
বলেছেন, তোমরা যথার্থ বিচার কর এবং
প্রত্যেকে আপন আপন ভাইয়ের সঙ্গে দয়া ও
করুণাযুক্ত ব্যবহার কর; ১০ এবং বিধবা, এতিম,
বিদেশী ও দুঃখী লোকদের উপর জুলুম করো না
এবং তোমরা কেউ মনে মনে আপন ভাইয়ের
অনিষ্ট চিন্তা করো না। ১১ কিন্তু তারা কান দিতে
অসম্মত হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে রাখত এবং যেন
শুনতে না পায়, সেজন্য নিজ নিজ কান ভারী
করতো। ১২ হ্যাঁ, তারা নিজ নিজ অন্তঃকরণ
হীরার মত কঠিন করতো, যেন শরীয়তের কথার
শুনতে না হয় এবং বাহিনীগণের মাবুদ নিজের
রূহ্‌ দ্বারা আগের নবীদের হাতে যেসব কালাম
প্রেরণ করতেন, তাও শুনতে না হয়; এজন্য
বাহিনীগণের মাবুদ মহা ক্রুদ্ধ হলেন। ১৩ তখন

[৬:১০] উজা ৭:১৪-১৬; ইয়ার ২৮:৬।
[৬:১১] জবুর ২১:৩।
[৬:১২] ইশা ৪:২; ইহি ১৭:২২।
[৬:১২] উজা ৩:৮-১০; জাকা ৪:৬-৯।
[৬:১৩] জবুর ১১০:৪।
[৬:১৪] হিজ ২৮:১২।
[৬:১৫] ইশা ৬০:১০।
[৭:১] উজা ৫:১।
[৭:২] ইয়ার ২৬:১৯; জাকা ৮:২১।
[৭:৩] জাকা ১২:১২-১৪।
[৭:৫] ইশা ৫৮:৫।
[৭:৬] ইশা ৪৩:২৩।
[৭:৭] ইশা ১:১১-২০; জাকা ১:৪।
[৭:৯] ইয়ার ২২:৩; ৪২:৫; জাকা ৮:১৬।
[৭:১০] ইয়ার ৪৯:১১।
[৭:১১] ইশা ৯:৯।
[৭:১২] ইয়ার ৫:৩; ১৭:১; ইহি ১১:১৯।
[৭:১৩] ইশা ১:১৫; ইয়ার ১১:১১; ১৪:১২; মীখা ৩:৪।

৬:১০ রূপা ও সোনা। বায়তুল মোকাদ্দসের জন্য উপহার (উযা ৬:৫; হগয় ২:৮ আয়াত দেখুন)।

৬:১১ মুকুট। এই শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়ে থাকে ইমামের মাথার পাগড়ি।

৬:১২ দেখ, সেই পুরুষ। এর সাথে তুলনা করুন ইউহোন্না ১৯:৫ আয়াতে পীলাত যেভাবে ঈসা মসীহ্‌কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। *তরুশাখা।* ৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:১৩ রাজকীয় সম্মান ধারণ করবেন। জবুর ১০৯:২৯ আয়াতের নোট দেখুন। *তাঁর সিংহাসন।* দেখুন ২ শামু ৭:১১, ১৬; ইশা ৯:৭; লূক ১:৩২ আয়াত ও নোট। *সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট ইমাম হবেন।* আসন্ন বাদশাহ্‌ মসীহ্‌ একই সাথে একজন ইমামও হবেন।

৭:১ চতুর্থ বছরে ... নবম মাসের চতুর্থ দিনে। ডিসেম্বর ৭, ৫১৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (১:৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭:৩ নবীদেরকে। এর মধ্যে রয়েছে নবী জাকারিয়া। *আমি।* এখানে সামষ্টিকভাবে ব্যাবিলনের সমস্ত লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে। ৮:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:৭ আগেকার নবী। ১:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *দক্ষিণ দেশ।* এর অন্য নাম নেগেভ। পয়দা ১২:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:৯ যথার্থ বিচার। সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা (৮:১৬-১৭ আয়াত দেখুন এবং ৮:১৬ আয়াতের নোট দেখুন; ইশা ৪২:১, ৪; মিকাহ্‌ ৬:৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৭:১০ জুলুম। পুরাতন নিয়মের সব সময়ই অসহায়ের প্রতি জুলুম করাকে তিরস্কার করা হয়েছে (উদাহরণ হিসেবে দেখুন আমোস ২:৬-৮ আয়াত ও নোট; ৪:১; ৫:১১-১২, ২১-২৪; ৮:৪-৬)।

৭:১১ তারা। বন্দীদশার আগে ইসরাইলের পূর্বপুরুষেরা; যেমনটা ১২ আয়াতে আগেকার নবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৭:১২ হীরার মত কঠিন। দেখুন ইহি ৩:৮-৯ আয়াত। *নিজের রূহ্‌ দ্বারা ... কালাম প্রেরণ করতেন।* নবীদের সমস্ত কথাই ছিল মাবুদ আল্লাহ্‌ কর্তৃক অনুপ্রাণিত।

তিনি ডাকলে তারা যেমন শুনতো না, তেমনি
বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বললেন, তারা
ডাকলে আমিও শুনব না; ১৪ আর আমি
ঘূর্ণিবাতাস দ্বারা তাদেরকে অপরিচিত সর্বজাতির
মধ্যে ছিন্নভিন্ন করবো। এভাবে তাদের পরে দেশ
এমন ধ্বংস হয়েছে যে, তা দিয়ে কেউ যাতায়াত
করে নি। এভাবে তারা মনোরম দেশকে
ধ্বংসস্থান করেছিল।

সিয়োনের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা

৮ ১ পরে বাহিনীগণের মাবুদের এই কালাম
নাজেল হল, ২ বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা
বলেন, আমি মহৎ অন্তর্জ্বালায় সিয়োনের জন্য
জ্বলেছি, আর আমি তার জন্য মহাক্রোধে জ্বলছি।
৩ মাবুদ এই কথা বলেন, আমি সিয়োনে ফিরে
এসেছি, আমি জেরুশালেমে বাস করবো; আর
জেরুশালেম সত্যপুরী নামে এবং বাহিনীগণের
মাবুদের পর্বত পবিত্র পর্বত নামে আখ্যাত হবে।
৪ বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, যারা বেশি
বয়সের কারণে লাঠিতে ভর করে চলে, এমন
প্রাচীন ও প্রাচীনারা পুনর্বার জেরুশালেমের চকে
বসবে। ৫ আর চকে খেলাধুলা করে এমন বালক
বালিকাতে নগরের চকগুলো পরিপূর্ণ হবে।
৬ বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, এই
লোকদের অবশিষ্টাংশের দৃষ্টিতে যদি সেই সময়ে
তা অসম্ভব মনে হয়, তবে কি আমার দৃষ্টিতেও
অসম্ভব মনে হবে? এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ
বলেন। ৭ বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন,
দেখ, আমি পূর্ব দেশ ও পশ্চিম দেশ থেকে
আমার লোকদের উদ্ধার করবো; ৮ আর আমি
তাদেরকে আনবো, তাতে তারা জেরুশালেমে
বাস করবে; এবং বিশ্বস্ততায় ও ধার্মিকতায় তারা
আমার লোক হবে ও আমি তাদের আল্লাহ্‌ হবো।
৯ বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, বাহি-
নীগণের মাবুদের গৃহের ভিত্তি স্থাপনকালীন
নবীদের মুখে বর্তমান কালে এসব কথা শুনতে
পাচ্ছ যে তোমরা, তোমাদের হাত সবল হোক;
এবাদতখানা নির্মিত হবে। ১০ বস্তুত সেই দিনের
আগে মানুষের বেতন ছিল না, পশুর ভাড়াও ছিল
না; এবং যে কেউ ভিতরে আসত কিংবা বাইরে
যেত, বিপক্ষ লোকের জন্য তার কিছুই শান্তি হত
না; আর আমি প্রত্যেক জনকে নিজ নিজ
প্রতিবেশীর বিপক্ষে প্রেরণ করতাম। ১১ কিন্তু
এখন আমি এই লোকদের অবশিষ্টাংশের প্রতি
আগের দিনগুলোর মত ব্যবহার করবো না, এই
কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন। ১২ কেননা
শান্তিযুক্ত বীজ হবে, আঙ্গুরলতা ফলবতী হবে,
ভূমি তার শস্য উৎপন্ন করবে ও আসমান তার
শিশির দান করবে; আর আমি এই লোকদের
অবশিষ্টাংশকে এই সকলের অধিকারী করবো।
১৩ আর হে এহুদা-কুল ও ইসরাইল-কুল,
জাতিদের মধ্যে তোমরা যেমন বদদোয়াস্বরূপ
ছিলে, তেমনি আমি তোমাদেরকে নিস্তার
করবো, আর তোমরা দোয়াস্বরূপ হবে; ভয়
করো না; তোমাদের হাত সবল হোক।
১৪ কেননা বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা
বলেন, তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাকে ক্রুদ্ধ
করাতে আমি যেমন তোমাদের অমঙ্গল সাধনের
সঙ্কল্প করলাম, অনুশোচনা করলাম না,
১৫ বাহিনীগণের মাবুদ বলেন, তেমনি আবার
এই সময়ে জেরুশালেম ও এহুদা-কুলের মঙ্গল
সাধনের সঙ্কল্প করলাম; তোমরা ভয় করো না।
১৬ তোমরা এসব কাজ করো, নিজ নিজ
প্রতিবেশীর কাছে সত্যি কথা বলো, তোমাদের
নগর-দ্বারে সত্য ও শান্তিজনক বিচার করো।
১৭ আর মনে মনে নিজ নিজ প্রতিবেশীর অনিষ্ট
চিন্তা করো না এবং মিথ্যা শপথ ভালবেসো না;

[৭:১৪] লেবীয় ২৬:৩৩; দ্বিঃবি ৪:২৭; ২৮:৬৪-৬৭; জবুর ৪৪:১১।
[৮:২] যোয়েল ২:১৮।
[৮:৩] ইশা ৫২:৮; যোয়েল ৩:২১।
[৮:৪] ইশা ৬৫:২০।
[৮:৫] ইয়ার ৩০:২০; ৩১:১৩।
[৮:৬] জবুর ১১৮:২৩।
[৮:৬] ইয়ার ৩২:১৭, ২৭।
[৮:৭] জবুর ১০৭:৩; ইশা ১১:১১; ৪৩:৫।
[৮:৮] ইহি ৩৭:১২; জাকা ১০:১০।
[৮:৯] হগয় ২:৪।
[৮:১০] ইশা ৫:১০; হগয় ১:৬।
[৮:১১] ইশা ১২:১।
[৮:১২] জবুর ৮৫:১২; যোয়েল ২:২২।
[৮:১৩] শুমারী ৫:২৭; দ্বিঃবি ১৩:১৫।
[৮:১৪] ইহি ২৪:১৪।
[৮:১৫] ইয়ার ২৯:১১; মীখা ৭:১৮-২০।
[৮:১৬] জবুর ১৫:২; ইয়ার ৩৩:১৬; ইফি ৪:২৫।
[৮:১৭] মেসাল ৩:২৯।

৭:১৩ দেখুন আয়াত ১:৩ ও নোট।

৭:১৪ ছিন্নভিন্ন করবো। শরীয়ত অমান্য করার অন্যতম একটি শাস্তি (দ্বি.বি. ২৮:৩৬-৩৭, ৬৪-৬৮ আয়াত দেখুন এবং ২৮:৬৪ আয়াতের নোট দেখুন)। *ঘূর্ণিবাতাস।* মেসাল ১:২৭ আয়াত ও নোট দেখুন; ইশা ৪০:২৪।

৮:২ অন্তর্জ্বালা। ১:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৮:৩ আমি সিয়োনে ফিরে এসেছি। দেখুন আয়াত ১:৩ ও নোট। *বাস করবো।* ২:১০ আয়াত দেখুন। *সত্যপুরী।* ইশা ১:২৬ ও নোট দেখুন।

৮:৬ অবশিষ্টাংশ। ইশা ১:৯; ১০:২০-২২ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:৭ আমার লোকদের উদ্ধার করবো। নির্বাসন, বন্দীত্ব ও নির্যাতন থেকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে। তুলনা করুন ইশা ১১:১১-১২; ৪৩:৫-৭; ইয়ার ৩০:৭-১১; ৩১:৭-৮)।

৮:৮ তারা আমার লোক হবে ও আমি তাদের আল্লাহ্‌ হবো। এটিই আল্লাহ্‌র নিয়মের ভাষা, যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে তাঁর ওয়াদার নিশ্চয়তা দিচ্ছেন।

৮:৯ তোমাদের হাত সবল হোক। ১৩ আয়াত দেখুন। কাজী ৭:১১ আয়াতে এই অংশটির হিব্রু করা হয়েছে "সাহস কর"। *নবীদের মুখে।* এখানে বলা হচ্ছে নবী হগয় (১:১) এবং নবী জাকারিয়ার কথা (১:১; উযা ৫:১-২ আয়াত দেখুন)।

৮:১০ সেই দিনের আগে। যখন বায়তুল মোকাদ্দসের ভিত্তি স্থাপন করা হয় নি (আয়াত ৯)।

৮:১১ কিন্তু এখন। মানুষের হতাশায় নিমজ্জিত থাকার দিন শেষ; এখন আল্লাহ্‌ তাদেরকে সাহস যোগাবেন।

৮:১২ এর সাথে তুলনা করুন হগয় ১:১০-১১ আয়াত।

৮:১৩ এহুদা-কুল ও ইসরাইল-কুল। পুরো জাতি এই উদ্ধার কাজের সুফল পাবে ও রহমত ভোগ করবে (উযা ৩১:১-৩১; ইহি ৩৭:১৫-২৮ আয়াত তুলনা করুন)।

৮:১৪ তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাকে ক্রুদ্ধ করাতে। দেখুন আয়াত ১:২ ও নোট।

৮:১৫ মঙ্গল সাধনের সঙ্কল্প করলাম। আয়াত ১২-১৩ দেখুন।

৮:১৬ নিজ নিজ প্রতিবেশীর কাছে সত্যি কথা বলো। দেখুন ইফি ৪:২৫ আয়াত ও নোট। *সত্য ও শান্তিজনক বিচার করো।* কারণ মাবুদ আল্লাহ্‌ ন্যায় বিচার কামনা করেন।

৮:১৭ মিথ্যা শপথ ভালবেসো না। ৫:৩ আয়াত দেখুন। *এসব*

কেননা এসব আমি ঘৃণা করি, মাবুদ এই কথা
বলেন।

আনন্দপূর্ণ রোজা

১৮ পরে বাহিনীগণের মাবুদের এই কালাম
আমার কাছে নাজেল হল, ১৯ বাহিনীগণের মাবুদ
এই কথা বলেন, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম ও দশম
মাসের যেসব রোজা, তা এহুদা-কুলের জন্য
আনন্দ, আমোদ ও মঙ্গলোৎসব হয়ে উঠবে;
অতএব তোমরা সত্য ও শান্তি ভালবেসো।

নানা জাতির লোকেরা জেরুশালেমে আসবে

২০ বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, এর
পরে নানা জাতি এবং অনেক নগরের নিবাসীরা
আসবে। ২১ এক নগরের নিবাসীরা অন্য নগরে
গিয়ে এই কথা বলবে, চল, আমরা মাবুদের
কাছে ফরিয়াদ করতে ও বাহিনীগণের মাবুদের
খোঁজ করতে শীঘ্র যাই; আমিও যাব। ২২ আর
অনেক দেশের লোক ও বলবান জাতিরা বাহি-
নীগণের মাবুদের খোঁজ করতে ও মাবুদের কাছে
ফরিয়াদ করতে জেরুশালেমে আসবে।
২৩ বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, তখন
জাতিদের সর্ব ভাষাবাদী দশ জন পুরুষ এক জন
ইহুদী পুরুষের পোশাকের কিনারা ধরে এই কথা
বলবে, আমরা তোমাদের সঙ্গে যাব, কেনন
আমরা শুনলাম, আল্লাহ্‌ তোমাদের সহবর্তী।

[৮:১৯] ২বাদশা :৭; ইয়ার ৩৯:২।
[৮:২১] ইয়ার ২৬:১৯।
[৮:২২] জবুর ৮৬:৯; ১১৭:১; ইশা ২:২-৩; ৪৪:৫; ৪৫:১৪; ৪৯:৬; জাকা ২:১১।
[৮:২৩] জবুর ১০২:২২; ইশা ১৪:১; ৪৫:১৪; ৫৬:৩; ১করি ১৪:২৫।
[৯:১] ইশা ১৩:১; ইয়ার ২৩:৩৩।
[৯:২] ইয়ার ৪৯:২৩।
[৯:৩] আইউ ২৭:১৬; ইহি ২৮:৪।
[৯:৪] ইশা ২৩:১; ইয়ার ২৫:২২; ইহি ২৬:৩-৫; ২৭:৩২-৩৬; ২৮:১৮।
[৯:৫] ইয়ার ৪৭:৫।
[৯:৬] ইশা ১৪:৩০।
[৯:৭] আইউ ২৫:২।
[৯:৮] ইশা ২৬:১।

ইসরাইলের দুশমনদের শাস্তি

৯ ১ হদ্রক দেশের বিরুদ্ধে মাবুদের কালামের
দৈববাণী এবং দামেস্ক তার অবস্থিতি-স্থান;
কেননা মানুষের এবং সমস্ত ইসরাইলের চোখ
মাবুদের প্রতি রয়েছে। ২ আর তার পাশে
অবস্থিত হমাৎ এবং প্রচুর জ্ঞানবিশিষ্ট টায়ার ও
সীদোনও তার ভাগী হবে। ৩ টায়ার নিজের জন্য
দৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেছে এবং ধুলার মত রূপা ও
পথের কাদার মত উত্তম সোনা সঞ্চয় করেছে।
৪ দেখ, প্রভু তাকে অধিকারচ্যুত করবেন ও
সমুদ্রগর্ভে তার সম্পদ নিক্ষেপ করবেন এবং সে
আগুনে পুড়ে যাবে। ৫ তা দেখে অস্কিলোন ভয়
পাবে, গাজাও দেখে ভীষণ ব্যথিত হবে এবং
ইক্রোণও তেমনি হবে, কেননা তার প্রত্যাশিত
ভূমি লজ্জিত হবে, গাজা থেকে বাদশাহ্‌ উচ্ছিন্ন
হবে ও অস্কিলোনে বসতি থাকবে না। ৬ আর
অস্‌দোদে জারজ বংশ বাস করবে এবং আমি
ফিলিস্তিনীদের অহংকার চূর্ণ করবো। ৭ আর
আমি তার মুখ থেকে তার পেয় রক্ত ও দাঁতের
মধ্য থেকে তার জঘন্য বস্তুগুলো অপসারণ
করবো; আর সে অবশিষ্ট থেকে নিজেও
আমাদের আল্লাহ্‌র লোক হবে; সে এহুদার
একটি বংশের মত হবে; এবং ইক্রোণ যিবূষীয়ের
মত হবে। ৮ আর আমি সৈন্যসামন্তের বিরুদ্ধে
আমার কুলের চারদিকে শিবির স্থাপন করবো,
যেন কেউ যাতায়াত না করে; তাতে কোন প্রজা
পীড়নকারী আর তাদের কাছ দিয়ে যাবে না,

আমি ঘৃণা করি। মেসাল ৬:১৬-১৯ আয়াতে মাবুদ যে সাতটি বস্তু ঘৃণা করেন তার নাম বলা হয়েছে, যার মধ্যে তিনটি সরাসরি এখানে এসেছে।

৮:১৯ দেখুন আয়াত ৭:২-৬। *চতুর্থ।* যে রোজার মধ্য দিয়ে বাদশাহ্‌ বখতে নাসার কর্তৃক জেরুশালেমের প্রাচীর ভাঙ্গার কথা স্মরণ করা জয় (২ বাদশাহ্‌ ২৫:৩-৪; ইয়ার ৩৯:২)। *পঞ্চম।* এর মাধ্যমে স্মরণ করা হয় বায়তুল মোকাদ্দস পুড়িয়ে দেবার ঘটনা (২ বাদশাহ্‌ ২৫:৮-১০)। *সপ্তম।* গদলিয়ের হত্যাকাণ্ডের স্মরণে (২ বাদশাহ্‌ ২৫:২২-২৫; ইয়ার ৪১:১-৩)। *দশম।* জেরুশালেম নগরী বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ার স্মরণে শোক হিসেবে পালন করা হয় (২ বাদশাহ্‌ ২৫:১; ইয়ার ৩৯:১; ইহি ২৪:১-২)। *আমোদ ও মঙ্গলোৎসব।* তুলনা করুন ইশা ৬৫:১৮-১৯; ইয়ার ৩১:১০-১৪ আয়াত।

৮:২২ বলবান। কিংবা বলা যায় “অসংখ্য” (হিজ ১:৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইশা ৫৩:১২ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে হযরত ইব্রাহিমের সাথে আল্লাহ্‌র সাধিত চুক্তি অনুসারে অ-ইহুদীদের প্রতি করা ওয়াদার পূর্ণতা ব্যক্ত করা হচ্ছে (পয়দা ১২:৩; গালা ৩:৮, ২৬-২৯; দেখুন ইশা ৫৫:৫; ৫৬:৬-৭; মার্ক ১১:১৭ আয়াত ও নোট)।

৮:২৩ দশ জন। সাধারণত হিব্রু ভাষায় এ ধরনের শব্দ দিয়ে অসংখ্য বোঝানো হয়ে থাকে (দেখুন পয়দা ৩১:৭ আয়াত ও নোট; লেবীয় ২৬:২৬; শুমারী ১৪:২২ ও নোট; ১ শামু ১:৮; নহি ৪:১২)। *ইহুদী।* এর মধ্য দিয়ে এহুদার অধিবাসীদের কথা বোঝানো হয়েছে।

৯:১ মাবুদের কালামের দৈববাণী। পুরাতন নিয়মে এই অংশটি এখানে ছাড়া মাত্র দুই বার দেখা যায় (১২:১; মালাখি ১:১), সে কারণে মনে হতে পারে নবী জাকারিয়া ও নবী মালাখি একই সময়ে পরিচর্যা কাজ করেছেন; নিদেনপক্ষে জাকা ৯-১৪ অধ্যায় এবং মালাখি কিতাবটি একই সময়ে লেখা হয়েছে। *দৈববাণী।* দেখুন হাবা ১:১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৯:২ হমাৎ তার ভাগী হবে। হদ্রক ও দামেস্কের মত হমাতের উপরেও আল্লাহ্‌র বিচার নাজেল হবে। হমাৎ হচ্ছে বর্তমান হামা (ইশা ১০:৯ আয়াত ও নোট দেখুন)। *তার পাশে।* অর্থাৎ দামেস্কের পাশে। *টায়ার ও সীদোন।* ফিনিশীয় (বর্তমান লেবানন) উপকূলীয় নগরী (ইশা ২৩:১; ২৩:২, ৪, ১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:৩ দুর্গ। এই শব্দের মধ্য দিয়ে টায়ার নামটিকে কটাক্ষ করা হয়েছে, কারণ হিব্রু ভাষায় টায়ার নামের অর্থ “পাথর”।

৯:৪ সমুদ্রগর্ভে তার সম্পদ। টায়ারের সমস্ত সম্পদ ও প্রতিপত্তির উৎস ছিল সামুদ্রিক বাণিজ্য।

৯:৫ অস্কিলোন ... গাজা ... ইক্রোণ। ফিলিস্তিনের প্রধান পাঁচটি নগরের মধ্যে তিনটি।

৯:৬ জারজ বংশ। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে জন্মপ্রাপ্ত লোকদের জাতি; এদের দিয়ে বন্দীদশার পরবর্তী সময়কাল বোঝানো হয়েছে (নহি ১৩:২৩-২৪)। *অস্‌দোদ।* ফিলিস্তিনী চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ নগরী (আয়াত ৫ দেখুন; আমোস ১:৮ আয়াত দেখুন)। *আমি।* অর্থাৎ আল্লাহ্‌।

BACIB
International Bible
CHURCH

কারণ এখন আমি স্বচক্ষে দেখলাম।

আল্লাহ্‌র লোকদের বাদশাহ্‌র আগমন

৯ হে সিয়োন-কন্যা অতিশয় উল্লাস কর;
হে জেরুশালেম-কন্যা, জয়ধ্বনি কর।
দেখ, তোমার বাদশাহ্‌ তোমার কাছে
আসছেন;
তিনি ধর্মময় ও তাঁর কাছে উদ্ধার আছে,
তিনি নম্র ও গাধার উপর উপবিষ্ট, গাধার
বাচ্চার উপর উপবিষ্ট।
১০ আর আমি আফরাহীম থেকে রথ ও
জেরুশালেম থেকে ঘোড়া মুছে ফেলব, আর যুদ্ধ-
ধনু উচ্ছিন্ন হবে; এবং তিনি জাতিদের কাছে
শান্তির কথা বলবেন; আর তাঁর কর্তৃত্ব এক সমুদ্র
থেকে অপর সমুদ্র পর্যন্ত ও নদী থেকে দুনিয়ার
প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হবে। ১১ আর তোমার বিষয়ে
বলছি, তোমার নিয়মের রক্তের জন্য আমি
তোমার বন্দীদেরকে সেই পানিবিহীন কুয়ার মধ্য
থেকে মুক্ত করেছি। ১২ হে আশার বন্দীরা,
তোমরা ফিরে দৃঢ় দুর্গে এসো, আমি আজই
অঙ্গীকার করছি, আমি তোমাকে দ্বিগুণ অংশ
দেব। ১৩ কারণ আমি নিজের জন্য এহুদাকে
ধনুক হিসেবে আকর্ষণ করেছি, তীর হিসেবে
আফরাহীমকে সন্ধান করেছি; আর হে সিয়োন,
আমি তোমার সন্তানদের, হে গ্রীস তোমার
সন্তানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবো ও তোমাকে
বীরের তলোয়ারস্বরূপ করবো। ১৪ আর মাবুদ
তাদের উপরে দর্শন দেবেন ও তাঁর তীর
বিদ্যুতের মত বের হবে; এবং সার্বভৌম মাবুদ
তূরী বাজাবেন, আর দক্ষিণের ঘূর্ণিবাতাস
সহকারে গমন করবেন। ১৫ বাহিনীগণের মাবুদ
তাদেরকে রক্ষা করবেন, তাতে তারা গ্রাস করবে
ও ফিঙ্গার পাথরগুলো পদতলে দলিত করবে;
আর তারা পান করবে এবং আঙ্গুর-রসে মাতাল
লোকের মত আওয়াজ করবে; আর তারা বড়
পানপাত্রের মত পূর্ণ হবে, কোরবানগাহ্‌র কোণের
মত হবে। ১৬ আর সেদিন তাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ
তাদেরকে তাঁর লোক হিসেবে ভেড়ার পালের
মত উদ্ধার করবেন, বস্তুত তারা মুকুটস্থ মণির
মত তাঁর দেশে চাক্‌চিক্যবিশিষ্ট হবে। ১৭ আঃ!
তাদের কেমন মঙ্গল ও কেমন শোভা! শস্য
যুবকদেরকে ও নতুন আঙ্গুর-রস যুবতীদেরকে
সতেজ করবে।

এহুদা ও ইসরাইলের পুনস্থাপন

১০ ১ তোমরা শেষ বর্ষার সময়ে মাবুদের
কাছে বৃষ্টি যাচঞা কর; মাবুদ বিদ্যুতের
উৎপাদক। তিনি লোকদের প্রচুর বৃষ্টি দেবেন,
প্রত্যেক জনের ক্ষেতে ঘাস দেবেন। ২ কেননা
মূর্তিগুলো অসারতার কথা বলেছে, গণকেরা
মিথ্যা দর্শন পেয়েছে ও মিথ্যা স্বপ্নের কথা
বলেছে; তারা বৃথাই সান্ত্বনা দেয়; এই কারণে
লোকেরা পালকহীন ভেড়ার পালের মত চলে
যায় ও দুঃখ পায়। ৩ পালকদের প্রতি আমার
ক্রোধ প্রজ্বলিত হচ্ছে, আর আমি ছাগলগুলোকে
প্রতিফল দেব; কারণ বাহিনীগণের মাবুদ আপন
পাল এহুদা-কুলের তত্ত্বাবধান করেছেন এবং
তাকে তাঁর যুদ্ধের সতেজ ঘোড়ার মত করবেন।
৪ এহুদা থেকে কোণের পাথর, গোঁজ, যুদ্ধ-ধনু
এবং সমস্ত শাসনকর্তা উৎপন্ন হবে। ৫ বীরদের
মত তারা যুদ্ধে দুশমনদের পথের কাদায় দলিত
করবে; তারা যুদ্ধ করবে, কেননা মাবুদ তাদের
সহবর্তী; আর ঘোড়সওয়াররা লজ্জিত হবে।
৬ আর আমি এহুদা-কুলকে বিক্রমশালী করবো,
ইউসুফ-কুলকে উদ্ধার করবো এবং তাদেরকে
ফিরিয়ে আনবো, কেননা তাদের প্রতি আমার
করুণা আছে এবং তারা এমন হবে, যেন আমি
তাদেরকে পরিত্যাগ করি নি; কারণ আমিই
তাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ আর আমি তাদেরকে
মুনাজাতের উত্তর দেব। ৭ আর আফরাহীম
বীরের মত হবে এবং আঙ্গুর-রস দ্বারা যেমন
আনন্দ হয়, তাদের অন্তঃকরণ তেমনি আনন্দ
করবে; তাদের সন্তানরা দেখবে ও আহ্লাদিত

[৯:৮] ইশা ৫২:১; ৫৪:১৪; যোয়েল ৩:১৭।
[৯:৯] ইশা ৯:৬-৭; ৪৩:৩-১১; ইয়ার ২৩:৫-৬; সফ ৩:১৪-১৫; জাকা ২:১০।
[৯:১০] হোশেয় ১:৭; ২:১৮; মীখা ৪:৩; ৫:১০; জাকা ১০:৪।
[৯:১১] হিজ ২৪:৮; মথি ২৬:২৮; লূক ২২:২০।
[৯:১২] যোয়েল ৩:১৬।
[৯:১৩] ২শামু ২২:৩৫।
[৯:১৪] লেবীয় ২৫:৯; মথি ২৪:৩১।
[৯:১৫] ইশা ৩১:৫; ৩৭:৩৫।
[৯:১৬] ইশা ১০:২০।
[১০:১] লেবীয় ২৬:৪; ১বাদশা ৮:৩৬; জবুর ১০৪:১৩; ১৩৫:৭।
[১০:২] ইহি ২১:২১।
[১০:৩] ইহি ৩৪:৮-১০।
[১০:৪] জবুর ১১৮:২২; প্রেরিত ৪:১১।
[১০:৫] ২শামু ২২:৪৩; মীখা ৭:১০।
[১০:৬] ইহি ৩০:২৪।
[১০:৭] ১শামু ২:১; ইশা ৬০:৫;

৯:৯ এই আয়াতটি ইঞ্জিল শরীফে বাদশাহ্‌ হিসেবে জেরুশালেমে মসীহের প্রবেশ সম্পর্কে উদ্ধৃত করা হয়েছে (মথি ২১:৫; ইউ ১২:১৫ আয়াত দেখুন)।

৯:১১ তোমার নিয়মের রক্তের জন্য। সম্ভবত এখানে সিনাই পর্বতে স্থাপিত চুক্তির কথা বলা হয়েছে (হিজ ২৪:৩-৮ আয়াত দেখুন)। *বন্দী।* সম্ভবত যারা তখনও ব্যাবিলনে ছিল, বন্দীদের দেশে। *পানিহীন কূপ।* তুলনা করুন পয়দা ৩৭:২৪; ইয়ার ৩৮:৬।

৯:১২ দৃঢ় দুর্গ। হতে পারে (১) জেরুশালেম তথা সিয়োন, কিংবা (২) স্বয়ং আল্লাহ্‌ (আয়াত ২:৫)। *আশা।* ভবিষ্যতের মুক্তি দানকারী বাদশাহ্‌র জন্য (আয়াত ৯-১০)।

৯:১৩ আয়াত ১০:৪ ও নোট দেখুন। মাবুদ আল্লাহ্‌ নিজেকে একজন যোদ্ধা হিসেবে কল্পনা করছেন, যার ধনুক হল এহুদা এবং তীর হল আফরাহীম (উত্তরের রাজ্য)।

৯:১৬ সেদিন। ২:১১ আয়াত দেখুন।

১০:১ মাবুদ বিদ্যুতের উৎপাদক ... বৃষ্টি দেবেন ... ঘাস দেবেন। কেনানীদের বাল দেবতা নয়, বরং মাবুদ আল্লাহ্‌ই আবহাওয়া ও বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করেন, জীবন ও উর্বরতা দেন (ইয়ার ১৪:২২; হোসিয়া ২:৮ ও নোট দেখুন)।

১০:৪ সম্ভবত মসীহের কথা বলা হচ্ছে (যা অরামীয় টার্গুমে নির্দেশ করা হয়েছে)। *এহুদা থেকে।* পয়দা ৪৯:১০; ইয়ার ৩০:২১ আয়াত ও নোট; মিকাহ্‌ ৫:২ আয়াত দেখুন। *কোণের পাথর।* ৩:৯; ইফি ২:২০ আয়াত ও নোট দেখুন। *গোঁজ।* একজন শাসনকর্তা একটি জাতির সমস্ত ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করেন।

১০:৬ এহুদা-কুলকে ... ইউসুফ-কুলকে। উত্তরের ও দক্ষিণের সমস্ত লোকেরা আবার একত্রিত হবে (৮:১৩ আয়াত দেখুন)।

হবে, তাদের অন্তঃকরণ মাবুদে উল্লাস করবে।
৮ আমি মৃদু ধ্বনি সহকারে তাদের ডাকব এবং
একত্র করবো, কারণ আমি তাদের মুক্ত করেছি
এবং তারা যেমন বহুবংশ ছিল, তেমনি বহুবংশ
হবে। ৯ আর আমি জাতিদের মধ্যে তাদের বপন
করবো; তারা নানা দূর দেশে আমাকে স্মরণ
করবে; আর তারা নিজ নিজ সন্তানসহ জীবিত
থাকবে ও ফিরে আসবে। ১০ আমি তাদের মিসর
দেশ থেকে ফিরিয়ে আনবো, আশেরিয়া থেকে
সংগ্রহ করবো; আমি তাদেরকে গিলিয়দ দেশে ও
লেবাননে আনবো, আর তাদের স্থানের অকুলান
হবে। ১১ আর তিনি সঙ্কট-সাগর দিয়ে যাবেন,
তরঙ্গময় সমুদ্রকে প্রহার করবেন, তাতে নীল
নদের সকল গভীর স্থান শুকিয়ে যাবে, আশেরিয়া
দেশের গর্ব খর্ব হবে ও মিসরের রাজদণ্ড দূর
হবে। ১২ আর আমি তাদেরকে মাবুদে
বিক্রমশালী করবো এবং তারা তাঁর নামে চলাচল
করবে, মাবুদ এই কথা বলেন।

১১ ১ হে লেবানন, তোমার দ্বারগুলো খুলে
দাও, আগুন তোমার এরস গাছগুলো
গ্রাস করুক। ২ হে দেবদারু, হাহাকার কর,
কেননা এরস গাছ পড়ে গেল, সেরা গাছগুলো নষ্ট
হল; হে বাশনের অলোন গাছগুলো হাহাকার কর,
কেননা দুর্গম বন ভূমিসাৎ হল। ৩ ভেড়ার
রাখালদের হাহাকার-ধ্বনি! কারণ তাদের গৌরব
নষ্ট হল; যুবা সিংহদের গর্জন-ধ্বনি! কেননা
জর্ডানের শোভাস্থান নষ্ট হল।

অযোগ্য মেষ পালক রাখাল ও উত্তম মেষ পালক

৪ আমার আল্লাহ্‌ মাবুদ এই কথা বললেন,
তুমি জবেহ্‌ হবার জন্য যে মেষের পাল ঠিক হয়ে
আছে তাদের চরাও; ৫ তাদের অধিকারীরা
তাদেরকে হত্যা করে, তবুও নিজেদের দোষী
মনে করে না; এবং তাদের বিক্রয়কারীরা
প্রত্যেকে বলে, মাবুদ ধন্য হোন, আমি ধনী
হলাম; এবং তাদের পালকেরা তাদের প্রতি দয়া
করে না। ৬ কারণ, মাবুদ বলেন, আমি দেশ-
নিবাসীদের প্রতি আর দয়া করবো না, কিন্তু
দেখ, আমি মানুষের মধ্যে প্রত্যেককে তার
প্রতিবেশী ও তার বাদশাহ্‌র হাতে তুলে দেব;
তারা দেশকে চূর্ণ করবে, আর আমি তাদের হাত
থেকে কাউকেও উদ্ধার করবো না।
৭ তখন আমি সেই জবেহ্‌ হওয়ার জন্য ঠিক
হওয়া মেষের পালকে, সত্যি, সেই দুঃখী
মেষগুলোকে চরাতে লাগলাম। আর আমি
নিজের জন্য দু'টি পাঁচনী নিলাম; তার একটির
নাম প্রসন্নতা, অন্যটির নাম ঐক্যবন্ধন রাখলাম;
আর আমি সেই মেষ পাল চরালাম। ৮ আর
আমি এক মাসের মধ্যে তার তিন জন পালককে
উচ্ছিন্ন করলাম; কারণ আমার প্রাণ তাদের প্রতি
অসহিষ্ণু হল তাদের প্রাণও আমাকে ঘৃণা
করলো। ৯ তখন আমি বললাম, আমি তোমাদের
চরাব না; যে মরে সে মরুক ও যে উচ্ছিন্ন হয়
সে উচ্ছিন্ন হোক এবং অবশিষ্ট লোকেরা এক
জন অন্যের মাংস গ্রাস করুক। ১০ পরে আমি
প্রসন্নতা নামক আমার পাঁচনী নিলাম, তা খণ্ড খণ্ড
করলাম, যেন সর্বজাতির সঙ্গে কৃত আমার নিয়ম
ভঙ্গ করি। ১১ আর সেদিন তা ভেঙ্গে ফেলা হল,
তাই পালের মধ্যে যেসব দুঃখী আমাতে
মনোযোগ করতো, তারা জানতে পারল যে, এ
মাবুদের কালাম। ১২ তখন আমি তাদের
বললাম, যদি তোমাদের ভাল মনে হয়, তবে
আমার বেতন দাও, নতুবা ক্ষান্ত হও। অতএব
তারা আমার বেতন বলে ত্রিশটি রূপার মুদ্রা
ওজন করে দিল। ১৩ তখন মাবুদ আমাকে
বললেন, সেটি কুমারের কাছে ফেলে দাও,
বিলক্ষণ মূল্য, ওদের বিচারে আমি এরকম
মূল্যবান; আর আমি সেই ত্রিশটি রূপার মুদ্রা
নিয়ে মাবুদের গৃহে কুমারের কাছে ফেলে
দিলাম। ১৪ পরে ঐক্যবন্ধন নামক আমার অন্য

যোয়েল ২:২৩। [১০:৮] ইয়ার ৩৩:২২; ইহি ৩৬:১১। [১০:৯] ইশা ৪৪:২১; ইহি ৬:৯। [১০:১০] ইশা ১১:১১; জাকা ৮:৮। [১০:১১] ইশা ১৯:৫-৭; ৫১:১০। [১০:১২] ইহি ৩০:২৪। [১১:১] ২খান্দান ৩৬:১৯; জাকা ১২:৬। [১১:৩] ইয়ার ২:১৫; ৫০:৪৪; ইহি ১৯:৯। [১১:৪] ইয়ার ২৫:৩৪। [১১:৫] ইয়ার ৫০:৭; ইহি ৩৪:২-৩। [১১:৬] ইশা ৯:১৯-২১; ইয়ার ১৩:১৪; মাতম ২:২১; ৫:৮; মীখা ৫:৮; ৭:২-৬। [১১:৭] ইয়ার ২৫:৩৪। [১১:৮] ইহি ১৪:৫। [১১:৯] ইয়ার ৪৩:১১। [১১:১০] জবুর ৮৯:৩৯; ইয়ার ১৪:২১। [১১:১২] পয়দা ২৩:১৬; মথি ২৬:১৫। [১১:১৩] মথি ২৭:৯-১০; প্রেরিত ১:১৮-১৯।

১০:৯ আমাকে স্মরণ করবে। নবী জাকারিয়ার নামের অর্থ অনুসারে "মাবুদ স্মরণ করেন" (তাঁর ওয়াদা ও তাঁর মনোনীত লোকদেরকে)।

১০:১০ মিসর ... আশেরিয়া। দেখুন আয়াত ১১; হোসিয়া ৭:১৬ আয়াত ও নোট। সম্ভবত যে সমস্ত দেশে ইসরাইল জাতি নির্যাতন ভোগ করেছে তাদের সবগুলোর কথাই এখানে বোঝানো হয়েছে।

১১:৩ যদি এখানে রূপক অর্থে বলা হয়ে থাকে তাহলে ভেড়ার রাখাল ও যুবা সিংহ বলতে এহুদার লোকদের শাসক ও নেতৃবর্গকে বোঝানো হয়েছে (আয়াত ৫; ১০:৩ দেখুন; তুলনা করুন ইয়ার ২৫:৩৪-৩৬ আয়াত ও নোট)।

১১:৪ এই কথা বললেন। নবী জাকারিয়ার কাছে। *যে ভেড়ার পাল।* ইসরাইল জাতি।

১১:৫ বিক্রয়কারী। ভেড়াগুলোকে (ইহুদীরা) গোলাম হিসেবে বাইরের লোকেরা কিনে নিয়েছিল। এই ভবিষ্যদ্বাণীর অংশবিশেষ ৭০ খ্রীষ্টাব্দে এবং তারপ পরবর্তী বছরগুলোতে সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

১১:৭ আমি। নবী জাকারিয়া। এখানে তিনি মসীহের প্রতীকী রূপ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছেন। ইহি ৩৭:১৫-২৮ আয়াত দেখুন।

১১:১১ পালের মধ্যে যেসব দুঃখী। সম্ভবত অল্প যে কয়জন ঈমানদার ছিল তাদের কথা বলা হয়েছে, যারা মাবুদের কালামের কর্তৃত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে নি (আয়াত ৭ দেখুন)।

১১:১৩ বিলক্ষণ মূল্য। এখানে উপহাস করার ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। *মাবুদের গৃহে কুম্ভকারের কাছে ফেলে দিলাম।* এই অংশটি ইঞ্জিল শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে; দেখুন মথি ২৬:১৪-১৫; ২৭:৩-১০ আয়াত এবং এর সাথে দেখুন ২৭:৯ আয়াতের নোট।

১১:১৪ ঐক্যবন্ধন নামক আমার অন্য পাঁচনী খণ্ড খণ্ড করলাম।

পাঁচনী খণ্ড খণ্ড করলাম, যেন এহুদা ও
ইসরাইলের ভ্রাতৃভাব নষ্ট করি।
১৫ পরে মাবুদ আমাকে বললেন, এবার তুমি
এক জন নির্বোধ ভেড়ার রাখালের দ্রব্য গ্রহণ
কর। ১৬ কেননা দেখ, আমি দেশে এমন এক জন
মেষ পালককে উঠাবো, যে উচ্ছিন্ন লোকদের
তত্ত্বাবধান করবে না, ছিন্নভিন্ন লোকদের খোঁজ
করবে না, ভগ্নাঙ্গ লোককে সুস্থ করবে না,
সুস্থিরেরও ভরণপোষণ করবে না, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট
মেষগুলোর গোশ্‌ত খাবে এবং তাদের খুর
ছিঁড়বে। ১৭ ধিক্‌ সেই অকর্মণ্য পালককে, যে
পাল ত্যাগ করে! তার বাহু ও ডান চোখে
তলোয়ার আঘাত করবে; তার বাহু নিতান্তই
শুকিয়ে যাবে ও তার ডান চোখ সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে
যাবে।

জেরুশালেমের বিজয়

১২ ১ ইসরাইলের বিষয়ে মাবুদের কালামরূপ
দৈববাণী: যিনি আসমান মেলে
দিয়েছেন, দুনিয়ার ভিত্তিমূল স্থাপন করেছেন এবং
মানুষের অন্তরস্থ রূহের নির্মাণ করেছেন সেই
মাবুদ বলেন, ২ দেখ, আমি চারদিকের সর্বজাতির
পক্ষে জেরুশালেমকে সুরার পানপাত্রস্বরূপ
করবো এবং জেরুশালেমের অবরোধকালে এটা
এহুদাতেও সফল হবে। ৩ সেদিন আমি
জেরুশালেমকে সর্বজাতিরই বোঝাস্বরূপ পাথর
করবো; যত লোক সেই বোঝা নেবে, তারা
ক্ষতবিক্ষত হবে; আর তার বিরুদ্ধে দুনিয়ার সমস্ত
জাতি জমায়েত হবে। ৪ মাবুদ বলেন, সেদিন
আমি সমস্ত ঘোড়াকে স্তব্ধতায় ও ঘোড়সওয়ারকে
উন্মাদনায় আহত করবো এবং এহুদা-কুলের প্রতি
আমার চোখ খোলা থাকবে, আর জাতিদের সমস্ত
ঘোড়াকে অন্ধতায় আহত করবো। ৫ আর
এহুদার নেতৃবর্গ মনে মনে বলবে, জেরুশালেম-
নিবাসীরা তোমাদের আল্লাহ্‌ বাহিনীগণের মাবুদে
আমার বল।
৬ সেদিন আমি এহুদার নেতৃবর্গকে কাঠের
রাশির মধ্যস্থিত জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ও আটির
মধ্যস্থিত প্রজ্বলিত আগুন শিখার মত করবো;
তারা ডান দিকে ও বাম দিকে চারপাশের সকল
জাতিকে গ্রাস করবে এবং জেরুশালেম, পুনরায়
আপন স্থানে, জেরুশালেমে, বসতি করবে।
৭ আর মাবুদ প্রথমে এহুদার তাঁবুগুলোকে
বিজয় দান করবেন, যেন দাউদ-কুলের শোভা ও
জেরুশালেম-নিবাসীদের শোভা এহুদার চেয়ে
বেশি না হয়। ৮ সেদিন মাবুদ জেরুশালেম-
নিবাসীদেরকে রক্ষা করবেন; আর সেদিন তাদের
মধ্যে যে হোঁচট খেল, সেও দাউদের মত হবে
এবং দাউদের কুল আল্লাহ্‌র মত, মাবুদের যে
ফেরেশতা তাদের অগ্রগামী, তাঁর মত হবে।
৯ আর সেদিন আমি জেরুশালেমের বিরুদ্ধে
আগত সমস্ত জাতিকে ধ্বংস করতে উদ্যোগী
হব।

যাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছে তাঁর জন্য মাতম

১০ আর দাউদ-কুলের ও জেরুশালেম-
নিবাসীদের উপরে আমি রহমত ও বিনতির রূহ্‌
সেচন করবো; তাতে তারা যাঁকে বিদ্ধ করেছে,
সেই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে এবং তাঁর
জন্য মাতম করবে, যেমন একমাত্র পুত্রের জন্য
মাতম করা হয় এবং তাঁর জন্য শোকাকুল হবে,
যেমন প্রথমজাত পুত্রের জন্য লোকে শোকাকুল
হয়। ১১ সেদিন জেরুশালেমে অতিশয় মাতম
হবে, যেমন মাতম মগিদ্দোন সমস্থলিতে হদদ্‌-
রিম্মোণে হয়েছিল। ১২ দেশীয় প্রত্যেক গোষ্ঠী
পৃথক পৃথকভাবে মাতম করবে; দাউদ-কুলের
গোষ্ঠী পৃথক ও তাদের স্ত্রীরা পৃথক; নাথনকুলের
গোষ্ঠী পৃথক ও তাদের স্ত্রীরা পৃথক; ১৩ লেবি-
কুলের গোষ্ঠী পৃথক ও তাদের স্ত্রীরা পৃথক;
শিমিয়ির গোষ্ঠী পৃথক ও তাদের স্ত্রীরা পৃথক;

[১১:১৭] ইয়ার ২৩:১।
[১২:১] পয়দা ১:৮; জবুর ১০৪:২; ইয়ার ৫১:১৫।
[১২:২] জবুর ৬০:৩; ইশা ৫১:২৩।
[১২:৩] ইশা ২৮:১৬; দানি ২:৩৪-৩৫।
[১২:৪] জবুর ৭৬:৬; জাকা ১০:৫।
[১২:৫] ইহি ৩০:২৪।
[১২:৬] ইশা ১০:১৭-১৮; জাকা ১১:১।
[১২:৭] ইয়ার ৩০:১৮; আমোষ ৯:১১।
[১২:৮] জবুর ৯১:৪; যোয়েল ৩:১৬; জাকা ৯:১৫।
[১২:৯] ইশা ২৯:৭।
[১২:১০] ইশা ৪৪:৩; ইহি ৩৯:২৯; যোয়েল ২:২৮-২৯।
[১২:১১] ইয়ার ৫০:৪।
[১২:১২] মথি ২৪:৩০; প্রকা ১:৭।

এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্‌র নিয়মের অধীন জাতিকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণের রাজ্যের বিভক্তি।

১১:১৫ এবার। আয়াত ৭ দেখুন। *নির্বোধ ভেড়ার রাখাল।* আল্লাহ্‌র মনোনীত রাখালকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর এখন এক মূর্খ ও অযোগ্য রাখালের আগমন ঘটেছে।

১২:১ মাবুদের কালামরূপ দৈববাণী। ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন। *ইসরাইল।* আল্লাহ্‌র সমগ্র জাতি, শুধুমাত্র উত্তরের রাজ্য নয়। অবশ্য এখানে এহুদা এবং জেরুশালেমকেই মুখ্য প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। (আয়াত ২ দেখুন)।

১২:২ জেরুশালেমকে সুরার পানপাত্রস্বরূপ করবো। জবুর ১৬:৫; ইশা ৫১:১৭; ইয়ার ২৫:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১২:৪ স্তব্ধতায় ... উন্মাদনায় ... অন্ধতায় আহত করবো। শরীয়ত ভঙ্গ করার দায়ে ইসরাইল যে সমস্ত শাস্তি ভোগ করবে বলে দ্বি.বি. ২৮:২৮ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে এই বিষয়গুলোও রয়েছে।

১২:৬ যেভাবে আগুন কাফের রাশি এবং তুষের গাদা গ্রাস করে, সেভাবে এহুদার নেতারাও (আয়াত ৫) তাদের শত্রুদেরকে গ্রাস করবে (তুলনা করুন কাজী ১৫:৩-৫; মিকাহ্‌ ৫:৫-৬; এর সাথে দেখুন ইশা ১:৩১ আয়াতের নোট)।

১২:৮ দাউদের মত। অর্থাৎ একজন বীর যোদ্ধা। *আল্লাহ্‌র মত।* তুলনা করুন হিজ ৪:১৬; ৭:১। *মাবুদের যে ফেরেশতা ... তাঁর মত হবে।* পয়দা ৪৮:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

১২:১১ হদদ্‌-রিম্মোণ। হতে পারে (১) মগিদ্দোর নিকটবর্তী কোন স্থান, যেখানে মানুষ বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার মৃত্যুর জন্য শোক ও মাতম করেছিল (২ খান্দান ৩৫:২০-২৭); কিংবা (২) সেমিটিক সংস্কৃতির ঝড়ের দেবতা (২ বাদশাহ্‌ ৫:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১২:১২ নাথন। দাউদের সন্তান (২ শামু ৫:১৪; লূক ৩:৩১ আয়াত দেখুন)।

১২:১৩ শিমিয়ি। গের্শোনের পুত্র, লেবির প্রপৌত্র (শুমারী ৩:১৭

১৪ অবশিষ্ট সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে এক এক গোষ্ঠী
পৃথক ও তাদের স্ত্রীরা পৃথক পৃথক মাতম করবে।

মূর্তিপূজা দূর করা হবে

১৩ ১ সেদিন দাউদ-কূল ও জেরুশালেম-
নিবাসীদের জন্য গুনাহ্ ও নাপাকীতা
ধোবার জন্য একটি ফোয়ারা খোলা হবে। ২ আর
বাহিনীগণের মাবুদ বলেন, সেদিন আমি দেশ
থেকে মূর্তিগুলোর নাম মুছে ফেলবো, তাদের
বিষয় আর কারো স্মরণে থাকবে না; আবার
আমি নবীদের ও নাপাকীতার রূহ্‌কে দেশ থেকে
দূর করবো। ৩ যদি তখনও কেউ ভবিষ্যদ্বাণী
বলে, তবে তার জন্মদাতা পিতা-মাতা তাকে
বলবে, তুমি বাঁচবে না, কেননা তুমি মাবুদের নাম
করে মিথ্যা বলছো; এবং সে ভবিষ্যদ্বাণী বললে
তার জন্মদাতা পিতা-মাতা তাকে অস্ত্রবিদ্ধ
করবে। ৪ আর সেদিন নবীরা প্রত্যেকে
ভবিষ্যদ্বাণী বলবার সময়ে নিজ নিজ দর্শনের
বিষয়ে লজ্জিত হবে এবং প্রতারণা করার জন্য
লোমশ কাপড় আর পরবে না। ৫ কিন্তু প্রত্যেকে
বলবে, আমি নবী নই, আমি এক জন কৃষক,
বাল্যকাল থেকে এক জন গোলাম। ৬ আর যখন
কেউ তাকে বলবে, তোমার দুই হাতের মধ্যে
এসব ক্ষতের দাগ কি? তখন সে জবাবে বলবে,
আমার আত্মীয়দের বাড়িতে যেসব আঘাত
পেয়েছি, এ সেই সকল আঘাত।

পালককে আঘাত করা ও মেষপাল ছড়িয়ে পড়া

৭ হে তলোয়ার, তুমি আমার পালকের, আমার
স্বজাতীয় পুরুষের বিরুদ্ধে জাগ্রত হও, এই কথা
বাহিনীগণের মাবুদ বলেন; পালককে আঘাত
কর, তাতে পালের মেষেরা ছড়িয়ে পড়বে; আর
আমি ক্ষুদ্রদের বিরুদ্ধেও আমার হাত উঠাব।
৮ মাবুদ বলেন, সমস্ত দেশে দুই অংশ লোক
উচ্ছিন্ন হয়ে প্রাণত্যাগ করবে; কিন্তু তৃতীয় অংশ
তার মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে। ৯ সেই তৃতীয়
অংশকে আমি আগুনে প্রবেশ করাব, যেমন রূপা
খাঁটি করা যায়, তেমনি খাঁটি করবো ও যেমন
সোনা পরীক্ষিত হয়, তেমনি তাদের পরীক্ষা
করবো; তারা আমার নামে ডাকবে এবং আমি
তাদের উত্তর দেব; আমি বলবো, এ আমার
লোক; আর তারা বলবে, মাবুদ আমার আল্লাহ্।

মাবুদের দিন

১৪ ১ দেখ, মাবুদের একটি দিন আসছে;
সেদিন তোমার মধ্যে তোমার সম্পত্তি
লুট হয়ে ভাগ হবে। ২ কারণ আমি সমস্ত
জাতিকে জেরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য
সংগ্রহ করবো; তাতে নগর শত্রুহস্তগত, সকল
বাড়ির দ্রব্য লুণ্ঠিত ও স্ত্রীলোকেরা ধর্ষিতা হবে
এবং নগরের অর্ধেক লোক নির্বাসনে যাবে, আর
অবশিষ্ট লোকেরা নগর থেকে উচ্ছিন্ন হবে না।
৩ তখন মাবুদ বের হবেন এবং সংগ্রামের দিনে
যেমন যুদ্ধ করেছিলেন, তেমনি ঐ জাতিদের
সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। ৪ আর সেদিন তাঁর চরণ
সেই জৈতুন পর্বতের উপরে দাঁড়াবে, যা
জেরুশালেমের সম্মুখে পূর্ব দিকে অবস্থিত; তাতে
জৈতুন পর্বতের মধ্যদেশ পূর্ব দিকে ও পশ্চিম
দিকে বিদীর্ণ হয়ে বিরাট বড় উপত্যকা হয়ে
যাবে, পর্বতের অর্ধেক উত্তর দিকে ও অর্ধেক
দক্ষিণ দিকে সরে যাবে। ৫ তখন তোমরা আমার
পর্বতমালার উপত্যকা দিয়ে পালিয়ে যাবে;
কেননা পর্বতমালার সেই উপত্যকা আৎসল
পর্যন্ত যাবে; হ্যাঁ, তোমরা পালিয়ে যাবে, যেমন
এহুদার বাদশাহ্ উষিয়ের সময়ে ভূমিকম্পের
সম্মুখ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলে; আর আমার
আল্লাহ্ মাবুদ আসবেন, তোমার সঙ্গে পবিত্র
ব্যক্তিরা সকলেই আসবেন।
৬ আর সেদিন আলো হবে না, জ্যোতির্গণ
সঙ্কুচিত হবে। ৭ সে অদ্বিতীয় দিন হবে, মাবুদই
তার তত্ত্ব জানেন; তা দিনও হবে না, রাতও হবে
না, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় আলো হবে।

[১২:১৪] জাকা ৭:৩।
[১৩:১] লেবীয় ১৬:৩০; জবুর ৫১:২; ইব ৯:১৪।
[১৩:২] ইয়ার ৪৩:১২; ইহি ৬:৬; ৩৬:২৫; হোশেয় ২:১৭।
[১৩:৩] দ্বিঃবি ১৩:৬-১১; ১৮:২০; নহি ৬:১৪; ইয়ার ২৩:৩৪; ইহি ১৪:৯।
[১৩:৪] ১বাদশা ১৮:৭; ইশা ২০:২।
[১৩:৫] আমোষ ৭:১৪।
[১৩:৭] ২শামু ১৭:২; মথি ২৬:৩১; মার্ক ১৪:২৭।
[১৩:৮] ইহি ৫:২-৪, ১২; জাকা ১৪:২।
[১৩:৯] ইশা ৪:৪; ৩৩:১৪; মালা ৩:২।
[১৪:১] ইশা ১৩:৬; যোয়েল ১:১৫; মালা ৪:১।
[১৪:২] ইশা ২:৩; জাকা ১২:৩।
[১৪:৩] ইশা ৮:৯; জাকা ১২:৯।
[১৪:৪] শুমারী ১৬:৩১।
[১৪:৫] আমোষ ১:১।
[১৪:৬] ইশা ১৩:১০; ইয়ার ৪:২৩।
[১৪:৭] প্রকা ২১:২৩-২৫; ২২:৫।

-১৮, ২১ আয়াত দেখুন)।

১৩:১ নাপাকীতা ধোবার জন্য। দেখুন আয়াত ৩:৪-৯।

১৩:২ মূর্তিগুলোর নাম। অর্থাৎ পৌত্তলিক মূর্তিগুলোর প্রভাব ও জনপ্রিয়তা, এমনকি তাদের মূর্তিগুলোর সমস্ত অস্তিত্ব।

১৩:৭ তুমি আমার পালকের। রাজকীয় (মসীহী) উত্তম মেষপালক (তুলনা করুন ১১:৪-১৪ আয়াতের প্রকৃত রাখাল বা পালক)। *পালককে আঘাত কর।* ১১:১৭ আয়াতে অযোগ্য পালককে আঘাত করা উচিত ছিল, কিন্তু এখানে উত্তম পালককে আঘাত করা হচ্ছে (এর সাথে ১২:১০ আয়াতও দেখুন)।

১৩:৯ তাদের পরীক্ষা করবো। দেখুন জবুর ১২:৬ আয়াত ও নোট। *এ আমার লোক ... মাবুদ আমার আল্লাহ্।* দেখুন আয়াত ৮:৮। তাদেরকে আবারও চুক্তির ও নিয়মের অধীন এক জাতি করে তোলা হবে।

১৪:১ মাবুদের একটি দিন আসছে। তুলনা করুন ইশা ২:১২; ইহি ৩০:৩; যোয়েল ১:১৫ আয়াত ও নোট। *তোমার ... তোমার।* জেরুশালেম নগরীকে লুট করার কথা বলা হচ্ছে।

১৪:৩ সংগ্রামের দিন। যখন আল্লাহ্ অলৌকিকভাবে তাঁর লোকদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যেমন লোহিত সাগরে মিসরীয় বাহিনীকে হত্যা করা (হিজ ১৪:১৪ আয়াত ও নোট)।

১৪:৫ আৎসল। জেরুশালেমের উত্তর দিকে অবস্থিত একটি স্থান, যার মধ্য দিয়ে নতুন তৈরি উপত্যকাটির পূর্ব প্রান্ত নির্দেশ করা হয়েছে। *এহুদার বাদশাহ্ উষিয়ের সময়ে ভূমিকম্প।* নবী আমোস এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (আমোস ১:১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *পবিত্র ব্যক্তিরা।* অনেকে মনে করেন এখানে ঈমানদার ও ফেরেশতা উভয়ের কথাই বোঝানো হয়েছে।

১৪:৭ সে অদ্বিতীয় দিন হবে। কারণ সেই দিন সারা দুনিয়া ও মহাবিশ্বে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হবে। ইশা ৬০:১৯-২০

৮ আর সেদিন জেরুশালেম থেকে জীবন্ত পানি
বের হবে, তার অর্ধেক পূর্বসমুদ্রের ও অর্ধেক
পশ্চিমসমুদ্রের দিকে যাবে; তা গ্রীষ্ম ও শীতকালে
থাকবে।
৯ আর মাবুদ সমস্ত দেশের উপরে বাদশাহ্
হবেন; সেদিন মাবুদ অদ্বিতীয় হবেন এবং তাঁর
নামও অদ্বিতীয় হবে।
১০ গেবা থেকে জেরুশালেমের দক্ষিণস্থ
রিম্মোণ পর্যন্ত সমস্ত দেশ রূপান্তরিত হয়ে অরাবা
সমভূমির মত হবে এবং নগরটি উন্নত হয়ে
আপন স্থানে বসতিবিশিষ্ট হবে; বিন্‌ইয়ামীনের
দ্বার থেকে প্রথম দ্বারের স্থান, কোণের দ্বার এবং
হননেলের উচ্চগৃহ থেকে বাদশাহ্‌র আঙ্গুর মাড়াই
করার স্থান পর্যন্ত সেরকম হবে। ১১ আর
লোকেরা তার মধ্যে বাস করবে; আর কখনও
বদদোয়াগ্রস্ত হবে না, কিন্তু জেরুশালেম নির্ভয়ে
বসতি করবে।
১২ আর যেসব জাতি জেরুশালেমের বিরুদ্ধে
যুদ্ধযাত্রা করবে মাবুদ এরকম আঘাতে তাদেরকে
আহত করবেন; পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার সময়ে
তাদের মাংস ক্ষয় পাবে, কোটরে চোখ দু'টি ক্ষয়
পাবে ও মুখে জিহ্বা ক্ষয় পাবে। ১৩ আর সেদিন
তাদের মধ্যে মাবুদের কাছ থেকে মহাকোলাহল
হবে; তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবেশীর হাত
ধরবে এবং প্রত্যেকের হাত নিজ নিজ প্রতিবেশীর
বিরুদ্ধে উত্তোলিত হবে। ১৪ এহুদাও
জেরুশালেমের পক্ষে যুদ্ধ করবে এবং চারদিকের
সমস্ত জাতির ধন, সোনা, রূপা ও কাপড়-চোপড়
বিপুল পরিমাণে সঞ্চয় করা যাবে। ১৫ আর সেসব

[১৪:৮] ইহি ৪৭:১-১২; ইউ ৭:৩৮; প্রকা ২২:১-২।
[১৪:৯] জবুর ২২:২৮; ওব ১:২১।
[১৪:১০] ১বাদশা ১৫:২২।
[১৪:১১] জবুর ৪৮:৮; ইহি ৩৪:২৫-২৮।
[১৪:১২] লেবীয় ২৬:১৬; দ্বিঃবি ২৮:২২; আইউ ১৮:১৩।
[১৪:১৩] পয়দা ৩৫:৫।
[১৪:১৪] ইশা ২৩:১৮।
[১৪:১৬] জবুর ২২:২৯; ৮৬:৯; ইশা ১৯:২১।
[১৪:১৭] ইয়ার ১৪:৪; আমোষ ৪:৭।
[১৪:১৯] উজা ৩:৪।
[১৪:২০] হিজ ৩৯:৩০।
[১৪:২১] ইয়ার ৩১:৪০; রোমীয় ১৪:৬-৭; ১করি ১০:৩১।

শিবিরে উপস্থিত ঘোড়া, খচ্চর, উট, গাধা প্রভৃতি
সকল পশুর প্রতি আঘাত ঐ আঘাতের মত
হবে।
১৬ আর জেরুশালেমের বিরুদ্ধে আগত সমস্ত
জাতির মধ্যে যারা অবশিষ্ট থাকবে, তারা প্রতি
বছর বাহিনীগণের মাবুদ বাদশাহ্‌র কাছে সেজ্‌দা
করতে ও কুটীরোৎসব পালন করতে আসবে।
১৭ আর দুনিয়ার যেসব গোষ্ঠী বাহিনীগণের মাবুদ
বাদশাহ্‌র কাছে সেজ্‌দা করতে জেরুশালেমে
আসবে না, তাদের উপরে বৃষ্টি হবে না।
১৮ মিসরের গোষ্ঠী যদি না আসে, উপস্থিত না
হয়, তবে তাদের উপরে বৃষ্টি হবে না; যেসব
জাতি কুটীরোৎসব পালন করতে না আসবে,
তাদেরকে মাবুদ যে আঘাতে আহত করবেন,
সেই আঘাত ওদের প্রতিও ঘটবে। ১৯ এই
আঘাত মিসরের দণ্ড হবে এবং যেসব জাতি
কুটীরোৎসব পালন করতে না আসবে, তাদের
সকলের সেই দণ্ড হবে।
২০ সেদিন 'মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র' এই কথা
ঘোড়াগুলোর ঘণ্টিতে লেখা থাকবে এবং মাবুদের
গৃহের রান্না করার পাত্রগুলো কোরবানগাহ্‌র
সম্মুখস্থ পাত্রগুলোর মত হবে। ২১ আর
জেরুশালেম ও এহুদার সমস্ত রান্না করার পাত্র
বাহিনীগণের মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র হবে; এবং
যারা কোরবানী করে, তারা সকলে এসে তার
মধ্যে কোন কোন পাত্র নিয়ে তাতে রান্না করবে;
আর সেদিন বাহিনীগণের মাবুদের গৃহে কোন
ব্যবসায়ী আর থাকবে না।

আয়াত ও নোট দেখুন।

১৪:৮ জীবন্ত পানি বের হবে। সম্ভবত আক্ষরিক ও প্রতীকী উভয় অর্থে বোঝানো হয়েছে (ইশা ৮:৬; যোয়েল ৩:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৪:১০ গেবা। জেরুশালেম থেকে ছয় মাইল উত্তর-উত্তর পূর্ব দিকে এহুদার উত্তর সীমান্তে অবস্থিত একটি গ্রাম (২ বাদশাহ্ ২৩:৮ আয়াত ও নোট দেখুন)। *রিম্মোণ।* একে ঐন-রিম্মোণও বলা হয় (নহি ১১:২৯ আয়াত ও নোট দেখুন), যা জেরুশালেম থেকে ৩৫ মাইল দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত, যেখানে এহুদার গ্রামাঞ্চল নেগেভ অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছে। *অরাবা।* দ্বি.বি. ১:১ আয়াতের নোট দেখুন। জেরুশালেমের পার্শ্ববর্তী সমস্ত স্থান সমান হবে।

১৪:১৬ দেখুন ইশা ২:২-৪ আয়াত ও নোট। *কুটীরোৎসব।* শরীয়ত তাঁবুর ঈদ; হিজ ২৩:১৬; জবুর ৮১:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:২০ মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র। মহা ইমামের বুকে স্বর্ণের তৈরি যে বুকপাটা থাকতো সেখানে এই কথাটি খোদাই করে লেখা থাকতো (হিজ ২৮:৩৬-৩৮) যেন তা মাবুদের উদ্দেশে তাঁর পরিচর্যা কাজের স্মরণার্থক হয় (৩:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪:২১ জেরুশালেম ... সমস্ত রান্না করার পাত্র ... পবিত্র হবে। যোয়েল ৩:১ আয়াত ও নোট দেখুন। যখন আল্লাহ্‌র উদ্দেশে ব্যবহৃত হয় তখন খুব সাধারণ বস্তুও পবিত্র হয়ে ওঠে।